সওয়ারী হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, তাহাকে কুলপাতা-যুক্ত পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তাহার (এহরামের) চাদরদ্বয় দ্বারা কাফন দাও; তাহাকে সুগন্ধি লাগাইও না, তাহার মাথা আবৃত করিও না, (যেরূপ জীবিত ব্যক্তি এহরামাবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করে না, মাথা আবৃত করে না।) কারণ, এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কবর হইতে (হাজীদের ন্যায় এহরাম অবস্থায়) তল্‌বিয়া (লাব্বাইক) পড়িতে পড়িতে উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—হানফী ও মালেকী মজহাব মতে এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন ইত্যাদি সাধারণ মৃতের ন্যায়ই দিতে হইবে, কোন প্রকার ব্যবধান ও তারতম্য করার বিধান নাই। কারণ, কোরআন ও হাদীছ দৃষ্টে ইহা অবধারিত যে, মৃত্যুর দ্বারা প্রত্যেক আমলেরই সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন, কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার নামায পরিত্যক্ত হইয়া গেল; তাহাকে কেবলামুখী ইত্যাদি অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না। তদ্রূপ মোহরেম ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিলে তাহার এহরাম পরিত্যক্ত হইয়া গেল, তাই তাহাকে এহরামকালীন অবস্থায় রাখা আবশ্যক হইবে না।

উল্লিখিত যুক্তিবিদগণ আলোচ্য হাদীছের তাৎপর্য্য সম্পর্কে এই উক্তি করেন যে, এই হাদীছে বর্ণিত বিষয়সমূহ একমাত্র ঐ ব্যক্তিরই বিশেষত্ব ছিল, সর্বক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নয়। কারণ, এই হাদীছের বিষয়াবলী বর্ণনাকালে রসুলুল্লাহ (দঃ) যে ধরণের বাক্য ও শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহা (আরবী ভাষার বিধান মতে) একমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাই ইহা শরীয়তের সাধারণ বিধান ও নিয়মরূপে বিবেচিত হইবে না।

সাধারণ তৈরী জামা কাফনে দিবে না, দিলে গোনাহ হইবে না

৬৬২। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তিনখানা সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহার মধ্যে তৈরী জামা বা পাগড়ী ছিল না।

৬৬৩। **হাদীছ ঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (মোনাফেক দলের প্রধান) আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী যখন মারা গেল তখন তাহার ছেলে (যিনি অতি খাঁটি মোসলমান ও বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন, স্বীয় পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নাজাতের অছিলার ব্যবস্থা স্বরূপ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া এই আবেদন জানাইলেন যে, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি স্বীয় জামাখানা আমার পিতার কাফনের জন্য দিবেন এবং আপনি তাহার জানাযার নামায পড়াইবেন এবং তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। নবী (দঃ) তাঁহার আবেদন রক্ষা করতঃ স্বীয় জামা দিয়া দিলেন (বা দিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন) এবং বলিলেন, সময় হইলে আমাকে সংবাদ দিও, আমি জানাযার নামায পড়াইয়া দিব। যখন জানাযা তৈয়ার হইল এবং নবী (দঃ) জানাযার

নামাযের জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাকে পিছন হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন—এবং আরজ করিলেন, আপকি কি জানেন না যে, (সে আপনার বিরুদ্ধে অমুক অমুক দিন এই এই বিষোদ্গার ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং সে ছিল সমস্ত মোনাফেকদের প্রধান।) আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের উপর জানাযার নামায পড়িতে তথা দোয়া-এস্তেগফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নবী (দঃ) কোন বাধা-বিপত্তি না শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই বিষয়ে স্পষ্টতঃ নিষেধ করেন নাই, বরং বাহ্যতঃ অবকাশ সূচক অর্থের বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

"মোনাফেকদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন আল্লাহ তায়ালা কস্মিন-কালেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।" (১০ পাঃ ১৬ রুঃ)

এই বলিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ জানাযার নামায পড়িলেন। তৎপরেই স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞাসূচক আয়াত নাযেল হইল—

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ

"মোনাফেকদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে আপনি কখনও তাহার উপর জানাযার নামায পড়িবেন না এবং তাহার কবরের নিকটবর্তী দাঁড়াইবেন না।" (১০ পাঃ ১৭ রুঃ)

ব্যাখ্যা ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং মোসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল ; এই শত্রুতার সে যে সমস্ত কুকীর্তি ও জঘন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহার সমালোচনায় বহু হাদীছ এবং কোরআনের বহু আয়াত নাযেল হইয়াছে। আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধাইবার জন্য একবার সে যে সমস্ত চক্রান্ত করিয়াছিল তাহার সমালোচনায় "ছুরা মোনাফেকুন" নামক একটি ছুরা নাযেল হয়। সে সর্বদাই কুচক্রান্ত দুরভিসন্ধি আঁটিতে থাকিত ; এমনকি সেই দুরাচার শয়তান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মান-মর্যাদার উপর আক্রমণ করা হইতে বিরত থাকে নাই ; আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার উপর মানহানীকর ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ রটাইবার ষড়যন্ত্রকারীও একমাত্র সেই ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবীগণ তাহার এসব কুকীর্তি অক্ষরে অক্ষরে অবগত ছিলেন। তাহার এক পুত্র ছিল, তাঁহার নামও ছিল আবদুল্লাহ, তিনি খাঁটি মোসলমান ছিলেন, তিনি স্বীয় পিতার কার্য্যকলাপের প্রতি অত্যন্ত অনুতপ্ত, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত ছিলেন, এমনকি অনেক সময় প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হইতেন, কিন্তু পিতা-পুত্র সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে নিষেধ করিতেন।

যেহেতু সে মোনাফেক অর্থাৎ প্রকাশ্যে মোসলেম দলভুক্তরূপে পরিচিত ছিল, তাহার মৃত্যু হইলে পর মোসলমানদের ন্যায় তাহার দাফন-কাফন ও জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করা হইল। তাহার পুত্র আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বাভাবিক পিতৃ-মহব্বতে আকৃষ্ট হইয়া নাজাতের শেষ আছিলা ও চেষ্টা স্বরূপ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে তাঁহার স্বীয় জামা প্রদানের ও জানাযার নামায পড়াইবার আবেদন করিলেন। দয়ার এবং স্নেহ মমতার মূর্তপ্রতীক রসুলুল্লাহ (দঃ) এই ক্ষেত্রে অসীম ও তুলনাবিহীন দয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ঐ মোনাফেক সরদারের সমস্ত অপকর্ম হজম করিয়া লইলেন এবং তাহার পুত্রের আবেদনে তাহার জানাযার নামায পড়াইতেও সম্মত হইলেন। কারণ, তখনও আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হয় নাই। প্রথম আয়াতটি নাযেল হইয়াছিল এবং উহাতে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ ছিল না। অবশ্য উহার মূল উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোনাফেকদের জন্য জানাযার নামায তথা এস্তেগফার করা বাহুল্য বুঝা যাইতেছিল এবং বাহুল্য কাজ না করাই চাই; তাই ওমর (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর প্রতি দ্বীনী ও ইসলামী আক্রোশে ক্রুদ্ধ হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিলেন এবং এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

কিন্তু যেহেতু এই আয়াতে স্পষ্টতঃ নিষেধাজ্ঞার কোন শব্দই ছিল না বরং আয়াতের বাহ্যিক মর্ম শুধু এতটুকু ছিল যে, মোনাফেকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বিফল হইবে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ক্ষান্ত না হইয়া নামায পড়ার প্রতি অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার দয়ার সাগরে বান ডাকিয়া উঠিল—তিনি ইহাও বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তিনি ইহাদের ক্ষমা করিবেন না।" অতএব আবশ্যক হইলে আমি সত্তর বারেরও অধিক ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি কোনরূপ সাফল্যের আশা দেখা যায়। এই বলিয়া তিনি নামায পড়িলেন, তৎপর দ্বিতীয় আয়াতটি নাযেল হইল এবং মোনাফেকদের উদ্দেশ্যে জানাযার নামায, দোয়া-এস্তেগফার স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইল।

৬৬৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর মৃতদেহ তাহার গর্তে নামাইবার পরক্ষণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তথায় পৌঁছিলেন এবং তাহাকে গর্ত হইতে উঠাইবার আদেশ করিলেন। তাহাকে উঠান হইল; হযরত (দঃ) তাহাকে স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখিয়া তাহার উপর থুতনী দিলেন। হযরত (দঃ) স্বীয় জামাও তাহাকে কাফনে পরাইয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিধানে একত্রে দুইটি জামা ছিল; আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে বলিয়াছিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনার চর্ম স্পর্শিত জামাখানা আমার পিতাকে (কাফনে) পরাইবার জন্য দিবেন।

বদর যুদ্ধে হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার গায়ে কাপড় ছিল না; আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী স্বীয় জামা তাঁহার গায়ে পরাইয়াছিল, (অন্য কাহারও জামা আব্বাসের গায়ের পরিমাপে ছিল না।) তাহার সেই উপকার পরিশোধেই হযরত (দঃ) স্বীয় জামা তাহার কাফনে দিয়াছিলেন, যেন তাহার উপকারের বোঝা হযরতের উপর থাকিয়া না যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) মোনাফেক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ী সম্পর্কে যে সব সহানুভূতি-সুলভ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার কারণ এক ত হযরতের স্বাভাবিক অসাধারণ অমায়িকতা ও উদারতা, আর দ্বিতীয়তঃ আবদুল্লাহ ইবনে উবায়ীর ছেলে একনিষ্ঠ মোসলমান আবদুল্লাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মনস্তুষ্টি সাধন।

প্রয়োজনে এক কাপড়েই কাফন দিবে

৬৬৫। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) ধনাঢ্য ছাহাবী ছিলেন, একদা তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতার সমাপনান্তে তাঁহার সম্মুখে খাবার উপস্থিত করা হইলে, তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মোছয়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) যিনি আমার চেয়ে বড় মর্তবার ছিলেন, যখন তিনি শহীদ হইলেন তখন তাঁহার একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্দারা তাঁহার পূর্ণ শরীর আবৃত হইত না; পা ঢাকিলে মাথা খুলিয়া যাইত, মাথা ঢাকিলে পা খুলিয়া যাইত, সেই চাদরেই তাঁহার কাফন-দাফনও সেইরূপেই হইয়াছে।

তিনি আরও বলিলেন, এসব উচ্চ শ্রেণীর ছাহাবীগণ ঐরূপ দরিদ্রাবস্থায় জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তৎপর এখন আমাদের জন্য কত বড় লম্বা-চৌড়া সুখ শান্তির সুযোগ-সুবিধা দান করা হইয়াছে এবং দুনিয়ার ধন-দৌলত, দ্রব্য-সামগ্রী অনেক কিছু দেওয়া হইয়াছে। এতদ্দৃষ্টে আমার ভয় ও আশঙ্কা হয় যে, আমাদের সুখ-ভোগের জাগতিক জীবনেই পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে না-কি? এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এমনকি রোযা থাকা সত্ত্বেও ইফতারের পরে আর ঐ খাদ্য গ্রহণ করিলেন না।

৬৬৬। হাদীছ ঃ—খাব্বাব (রাঃ) একদা বলিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে স্বীয় ঘর-বাড়ী, ধন-জন সর্বস্ব ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়াছি শুধু আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আশা করি আমাদের সেই আমলের ছওয়াব আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কোন কোন ভাই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সেই ছওয়াবের কোন অংশই ইহজীবনে ভোগ করিয়া যান নাই, অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়াই এই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন; মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের (রাঃ) তাঁহাদের অন্যতম। আর কোন কোন ব্যক্তির জন্য ঐ আমলের প্রতিফল যেন পাকিয়া গিয়াছে এবং সে ইহজীবনেই উহার কিছু কিছু ভোগ করিতেছে; অর্থাৎ ধন-দৌলতের সুখ-সম্ভোগের জীবন লাভ করিয়াছে।

অতঃপর খাব্বাব (রাঃ) মোছায়া'ব ইবনে ও'মায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তিনি যখন ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন তখন তাঁহার কাফনের

জন্য একটি মাত্র ছোট চাদর ছিল, যদ্দারা মাথা আবৃত করিলে পা খুলিয়া যায় এবং পা আবৃত করিলে মাথা খুলিয়া যায়। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে এই আদেশ করিলেন যে, চাদর দ্বারা মাথা আবৃত করিয়া দাও এবং পায়ের উপর এজ্‌খের (এক প্রকার খাস) বিছাইয়া ঢাকিয়া দাও।

মছআলাহ ঃ—দুইটি কাপড়ের সংস্থান হইলে দুই কাপড়েই কাফন দিবে।

জীবিতকালে স্বীয় কাফন তৈরার করিয়া রাখা

৬৬৭। হাদীছ ঃ—ছাহ্‌ল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—একদা একজন নারী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর লইয়া আসিল এবং আরজ করিল, এই চাদরটি আমি নিজ হস্তে বুনন করিয়া আপনাকে হাদিয়া দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছি। নবী (দঃ) চাদরটি গ্রহণ করিলেন; তখন তাঁহার কাপড়ের আবশ্যকও ছিল। অতঃপর তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমাদের সম্মুখে তশরীফ আনিলেন, তাঁহার পরিধানে ঐ চাদরটি ছিল। এক ব্যক্তি চাদরটি দেখিয়া উহা পছন্দ করিল এবং বলিল, হুজুর! চাদরটি খুবই সুন্দর, ইহা আমাকে দান করুন। নবী (দঃ) বলিলেন, আচ্ছা—তোমাকে দিয়া দিব। অতঃপর তিনি মজলিশ শেষে গৃহে যাইয়া চাদরটি ভাঁজ করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। উপস্থিত সকলে ঐ ব্যক্তিকে বলিল, তুমি ভাল কাজ কর নাই; কেননা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় প্রয়োজন ও আবশ্যকাবস্থায় ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন তবুও তুমি তাঁহার নিকট উহা চাহিয়াছ; (অথচ তুমি নিজেও ইহা জান যে, তিনি কখনও কোন প্রার্থীকে বিমুখ করেন না। তখন) সে তাহার মনোগত মূল উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিল যে, চাদরটি পরিধান করার জন্য আমি প্রার্থী হই নাই, বরং এই জন্য ইহার প্রার্থী হইয়াছি যেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যবহৃত বস্ত্রে আমার কাফন তৈরী হয়।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, তাহার উক্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তাহার মৃত্যু হইলে ঐ চাদর দ্বারাই তাহার কাফন দেওয়া হয়।

নারীদের জন্য শবযাত্রায় যোগ দেওয়া

৬৬৮। হাদীছ ঃ—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ জোর তাকিদের সহিত না হইলেও (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়) আমাদিগকে (নারীগণকে) শববাহকের সঙ্গে যাইতে নিষেধ করা হইত।

নারীদের জন্য শোক প্রকাশের নিয়ম

৬৬৯। হাদীছ ঃ—মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মে-আতিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার একটি ছেলের মৃত্যু হইল, ঘটনার তিন দিন পর তিনি জরদ

রঙ্গের এক প্রকার সুগন্ধি আনাইয়া ব্যবহার করিলেন এবং বলিলেন, আমাদের (নারীদের) জন্য একমাত্র স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন নিষিদ্ধ।

৬৭০। হাদীছ ঃ—যয়নব বিনতে উম্মে-ছালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবি উম্মে-হাবিবা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পিতা আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। সংবাদ পাওয়ার তৃতীয় দিন তিনি জরদ রঙ্গের সুগন্ধি আনিয়া হাতে ও মুখে মাখিলেন এবং বলিলেন, এখন সুগন্ধি ব্যবহারের আবশ্যক আমার ছিল না, কিন্তু আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে নারী আল্লার উপর ও কেয়ামতের উপর ঈমান রাখে, তাহার কর্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোকাবেশ অবলম্বন করিয়া না থাকে। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

হাদীছ বর্ণনাকারীণী বলেন, অতঃপর একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্য এক বিবি—যয়নব বিনতে জাহ'শ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলাম; তখন তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছিল। তিনিও ঐরূপ করিলেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে ঐরূপ হাদীছ বর্ণনা করিলেন।

কবর যেয়ারত করা

আবু দাউদ ও নাসায়ী শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, পূর্বে আমি (বিশেষ কারণ বশতঃ) কবর যেয়ারত করা হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন কবর যেয়ারত করার আদেশ করিতেছি। কারণ, ইহা মানুষকে আখেরাত তথা পরকালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অন্য এক হাদীছে আছে—ইহা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি মগ্নতা হইতে বিরত রাখে। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা কবর যেয়ারত করিও; কারণ ইহা মানুষকে মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবশ্য নারীদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতা ও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, তিরমিজি শরীফের হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, কবর যেয়ারতে যাতায়াতকারিণী নারীদের প্রতি আল্লার লা'নত ও অভিশাপ রহিয়াছে।

কাজেই নারীদের কবর যেয়ারতে আদৌ তৎপর হওয়া চাই না। যদি কোন আপন-জনের কবর যেয়ারতের প্রতি বিশেষ আবেগ জন্মে, তবে প্রথমতঃ—কদাচিৎ এবং অতি অল্প সময়ের জন্য যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ—পূর্ণমাত্রায় ধৈর্য্য ও ছবরের সহিত যাওয়া চাই। তৃতীয়তঃ—পর্দা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। নতুবা উল্লিখিত হাদীছ অনুসারে আল্লাহ তায়ালার অভিশাপে অভিশপ্ত হইতে হইবে।

৬৭১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোথাও যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখিলেন—একজন মহিলা একটি কবরের

নিকট বসিয়া কাঁদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে বলিলেন, খোদাকে ভয় কর এবং ধৈর্য্যধারণ কর। মহিলাটি (রসুলুল্লাহ (দঃ) কে চিনিত না, তাই সে) উত্তর করিল, আপনি আমাকে কিছু বলিবেন না; কারণ, আপনি ত আমার দুঃখপ্রাপ্ত হন নাই এবং উহা অনুভব করিতে পারিবেন না। অতঃপর কোন এক ব্যক্তি মহিলাকে বলিল, তুমি যাহার সঙ্গে প্রতিউত্তর করিয়াছ তিনি নবী (দঃ)। (এতদশ্রবণে সে ভীষণ চিন্তিতা, ভীতা ও লজ্জিতা হইল।) অতঃপর সে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহে আসিল। সেখানে অন্যান্য রাজা-বাদশাদের ন্যায় দারওয়ান ও পাহারাদার ছিল না। সে হযরতের খেদমতে আরজ করিল, (আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম, আমি ধৈর্য্যধারণ করিলাম;) ঐ সময় আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। তখন নবী (দঃ) বলিলেন, (আচ্ছা যাও, আমাকে চিনিতে না পারিয়া প্রতিউত্তর করাতে অসন্তুষ্ট নহি; কিন্তু প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ যাহাকে বলে উহার সময় চলিয়া গিয়াছে।) দুঃখপ্রাপ্তির প্রথমাবস্থায় ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলে উহাকেই প্রকৃত ধৈর্য্যধারণ বলা যাইতে পারে। (কারণ, পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ভাবেই শোকাবেগ স্তিমিত হইয়া আপনা হইতেই ধৈর্য্য আসিয়া যায়)।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী (দঃ) উক্ত মহিলাকে কবরের নিকটে উপস্থিত হওয়া তথা কবর যেয়ারত করার নিষেধ করিয়াছিলেন না; সে কাঁদিতেছিল, তাই ধৈর্য্যধারণের আদেশ করিয়াছিলেন।

কাহারও মৃত্যুতে ক্রন্দন করা

ক্রন্দন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম প্রকার এই যে, দুঃখিত প্রাণের বেদনা ও যাতনায় চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু (মুখে শব্দ হয় না, হইলেও শুধু ক্রন্দনেরই শব্দ তা-ও উচ্চৈঃস্বরে নয় এবং) কোনরূপ বিলাপ খেদোক্তি বা মৃতের নানা-প্রকার গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করা হয় না। দ্বিতীয় প্রকার হইল উহার বিপরীত, অর্থাৎ বিলাপ ও খেদোক্তি করতঃ ক্রন্দন করা, মৃতের গুণ-গানকে ক্রন্দনস্বরে মিশ্রিত করতঃ উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করা।

প্রথম প্রকারের ক্রন্দনে কোন দোষ নাই, বরং উহা হৃদয়ের নম্রতা ও দয়ালু হওয়ার পরিচায়ক; যাহা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করিয়া থাকেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় (৬৭২, ৬৭৩ নং) হাদীছদ্বয়ে উল্লিখিত ক্রন্দনের উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর ক্রন্দনই।

দ্বিতীয় প্রকারের ক্রন্দন নাজায়েয ও হারাম, এমনকি যদি মৃত ব্যক্তির দ্বারা এই প্রথা তাহার পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে, অথবা সে নিজের জন্য ঐ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়া থাকে, কিম্বা তাহার জীবিতকালে তাহার পরিবারবর্গের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, তবুও সে উহা নিষেধ করিয়া যায় নাই; তবে এরূপ ক্রন্দনের দরুণ ঐ মৃত ব্যক্তিও বিশেষভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে এবং আজাব ভোগ করিবে। আলোচ্য পরিচ্ছেদের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম (৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬ নং) হাদীছত্রয়ের তাৎপর্য্য ইহাই।

তদুপরি এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য বোখারী (রঃ) আরও তিনটি দলীলের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

(১) আল্লাহ পাক বলিয়াছেন (২৮ পাঃ ১৯ রুঃ) قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

"হে মোমেনগণ! তোমাদের নিজকে এবং পরিবারবর্গকে দোযখ হইতে রক্ষা কর।"

এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দোযখে যাওয়ার কারণসমূহ তথা কুকর্ম ও কুপ্রথা হইতে নিজে বিরত থাকা যেরূপ ফরজ ও অবশ্য কর্তব্য, তদ্রূপ স্বীয় পরিবারবর্গকেও বিরত রাখার চেষ্টা করা ফরজ। সাধ্যানুযায়ী এই চেষ্টা না করিলে উক্ত ফরজ তরককারী পরিগণিত হইয়া শাস্তির উপযুক্ত হইবে।

(২) নবী (দঃ) বলিয়াছেন—..... كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ "তোমাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়; স্মরণ রাখিও—প্রত্যেক কর্তাকেই স্বীয় অধীনস্থদের কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী হইতে হইবে। গৃহস্বামী পরিবারবর্গের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী, তাই পরিবারবর্গের কার্য্যকলাপের জন্য তাহার দায়ী হইতে হইবে।"

(৩) হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামত পর্য্যন্ত সারা বিশ্বে যত না-হক খুন ও অন্যায় হত্যা অনুষ্ঠিত হইবে, আদম (আঃ)-এর পুত্র কাবীল প্রত্যেকটি হত্যার জন্য গোনাহের ভাগী হইবে। কারণ, তাহার দ্বারাই সর্বপ্রথম অন্যায় নরহত্যা প্রথার সূত্রপাত হইয়াছিল।

উল্লিখিত দলীলত্রয়ের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের মধ্যে হারাম তরীকার ক্রন্দনের প্রথা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি সে স্বীয় পরিবারবর্গকে উহা হইতে বিরত করিয়া না যাইয়া থাকে বা তাহার দ্বারা কিম্বা তাহারই সম্মতিক্রমে ঐ প্রথা পরিবারবর্গের মধ্যে প্রচলিত হইয়া থাকে তবে মৃত ব্যক্তি ঐ হারাম কার্য্যের গোনাহের ভাগী সাব্যস্ত হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে।

৬৭২। হাদীছ ঃ—উসামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কন্যা (যয়নব রাঃ) তাঁহার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমার একটি ছেলে অন্তিম অবস্থায় পতিত হইয়াছে; আমার অনুরোধ—আপনি একটু তশরীফ আনিবেন। নবী (দঃ) তদুত্তরে সালাম এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, সব কিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দান করিয়া থাকেন, উহা হইতে যতটুকু উঠাইয়া নেন তাহা তাঁহারই প্রদত্ত বস্তু উঠাইয়া নেন। তদুপরি জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি সবই (নির্দ্ধারিত) সময় অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে (ম ক্ষুণ্ণ বা শোক-বিহ্বল না হইয়া) ধৈর্য্যধারণ কর এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দুঃখ-বেদনার ছওয়াবের প্রতীক্ষা কর। নবী-কন্যা স্বীয় পিতাকে পুনরায় সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে, আপনাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি নিশ্চয় আসিবেন। এবার রসুলুল্লাহ (দঃ) কয়েক জন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় কন্যার গৃহে

উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ শিশুটিকে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, তখন তাহার আত্মা ধড়ফড় করিতেছিল যেন এখনই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। এতদ্দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। তখন হযরতের সঙ্গী সায়া'দ (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, ইহা কি? ইয়া রসুলাল্লাহ! রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, ইহা দয়া। আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তরে "দয়া" প্রদান করিয়াছেন, (যাহারা খোদাপ্রদত্ত ঐ দয়াকে স্বীয় চরিত্রে ও কর্মক্ষেত্রে বিকশিত করিয়া থাকে সেই) দয়ালু ব্যক্তিগণের প্রতিই আল্লাহ তায়ালাও দয়াবান হইয়া থাকেন।

৬৭৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা এক নবী-নন্দিনীর দাফন কার্য্যে উপস্থিত ছিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কবরের কিনারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অদ্য রাত্রে স্ত্রী-সঙ্গম করে নাই। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকেই কবরে নামিতে বলিলেন। তিনি শব রাখিতে কবরে নামিলেন।

৬৭৪। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের ক্রন্দনের দরুন মৃত ব্যক্তি আজাব ভোগ করিয়া থাকে।

৬৭৫। হাদীছ ঃ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি স্বীয় পরিবারবর্গের কোন কোন ক্রন্দনের দরুন আজাব ভোগ করে।

৬৭৬। হাদীছ ঃ—মুগিরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, স্মরণ রাখিও, আমার প্রতি মিথ্যারোপ অন্য কাহারও প্রতি মিথ্যারোপের ন্যায় নহে; যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিথ্যারোপ করিবে অনিবার্য্যরূপে তাহার ঠিকানা দোযখ হইবে।

মুগিরা (রাঃ) বলেন, (উক্ত হাদীছ জানা ও শুনা সত্ত্বেও বলিতেছি—) আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার মৃত্যুতে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করা হইবে তাহাকে ঐ ক্রন্দনের দরুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে আলোচিত ক্রন্দনের দুই প্রকারের দ্বিতীয় প্রকার ক্রন্দনের বিষয়ে যদি মৃত ব্যক্তি কোন প্রকার দোষী হয় অর্থাৎ তাহার দ্বারা ঐ প্রথা তাহার পরিবারবর্গে প্রচলিত হইয়াছিল বা সে তাহার জন্য এইরূপ ক্রন্দনের কথা বলিয়া গিয়াছিল কিম্বা তাহাদের পরিবারে এই প্রচলন ছিল তবুও সে উহা নিষেধ করে নাই ইত্যাদি; তবে সে বস্তুতঃ গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি সে এ বিষয়ে দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত হয়, তবে সে গোনাহের ভাগী হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে

না বটে, কিন্তু স্বীয় পরিবারবর্গের হারাম তরীকার ক্রন্দনের দরুণ তাহার আত্মা অনুতপ্ত হইয়া দুঃখ অনুভব করিবে। তদুপরি অনেক ক্ষেত্রে এরূপও হয় যে, ক্রন্দনকারীণীগণ যখন বিলাপ-সুরে মৃত ব্যক্তির গুণ-গান করিতে থাকে এবং স্বভাবতঃই অনেক কিছু অত্যুক্তি, অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলে, তখন ফেরেশতাগণ ধমক ও ভর্ৎসনার স্বরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন সত্যই কি তুমি এরূপ ছিলে? এভাবের নিন্দাসূচক প্রশ্নাবলীর দ্বারা মৃত ব্যক্তি দুঃখ অনুভব করিবে। তিরমিজী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ ইত্যাদি কিতাবের কয়েকখানা হাদীছ দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে। (ফতহুল-বারী)

এতদ্দৃষ্টে মৃত ব্যক্তির প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল তাহাদের জন্য এ সব কার্য্যকলাপ হইতে দূরে থাকাই প্রকৃত সহানুভূতির পরিচায়ক হইবে।

৬৭৭। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ইহুদী নারীর কবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন; তিনি তাহার আত্মীয়বর্গের ক্রন্দন শুনিয়া বলিলেন, ইহারা তাহার জন্য কাঁদিতেছে, অথচ সে কবরের মধ্যে ভীষণ আজাবে আক্রান্ত হইয়াছে।

মছআলাহ:— নাজায়েযরূপে ক্রন্দনরত ব্যক্তিকে সাধ্যমতে নিষেধ করা এবং বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। (২৭৪ পৃঃ ৬৭১ হাদীছ)

শোক প্রকাশে কয়েকটি অপকর্ম

৬৭৮। হাদীছ:—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শোক প্রকাশ মুখের উপর, কপালের উপর থাপ্পর মারিবে (খামচি কাটিবে) বা খেদোক্তি, বিলাপে—অন্ধকার যুগের রীতি-নীতিতে নিজের মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদির অশুভ আহ্বান করিবে সে আমাদের তথা ইসলামের তরীকা বহির্ভূত।

● কোন কোন হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এ সব অপ-কর্মকারিণীদের প্রতি লা'নত ও অভিশাপ করিয়াছেন। (ফতহুল-বারী)

● খালেদ ইবনে ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার আত্মীয়বর্গ কাঁদিতেছিলেন তখন কোন এক ব্যক্তি আমীরুল-মোমেনীন ওমর (রাঃ)কে জানাইল এবং ক্রন্দনকারিণীগণকে নিষেধ করিতে বলিল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, তাহাদিগকে কাঁদিতে দাও, যাবৎ ধুলা-বালী না ছিটায় বা চীৎকার ও হুঙ্কার না দেয়।

কাহারও মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করা

৬৭৯। হাদীছ:—সায়া'দ ইবনে আবি ওয়াকাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বিদায় হজ্জকালীন মক্কা শরীফে থাকাবস্থায় আমি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকিতেন। একদা আমি আরজ করিলাম, আমার রোগ

সঙ্কটময়, আমার অনেক ধন-সম্পত্তি আছে, আমার কোন ছেলে সন্তান নাই; আমার ইচ্ছা হয়, আমি স্বীয় ধন-সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ ছদকা (করার অছিয়ত) করিয়া যাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষেধ করিলেন। আমি আরজ করিলাম, অর্দ্ধাংশ? হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—না, বরং এক তৃতীয়াংশ—ইহার অধিক না। তুমি স্বীয় ওয়ারেসদিগকে স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাও, ইহা তাহাদিগকে দুরাবস্থার সম্মুখীন রাখিয়া যাওয়া হইতে উত্তম। (ছদকা করাতেই ছওয়াব সীমাবদ্ধ নহে;) স্মরণ রাখিও—আল্লার সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কিছু খরচ করিবে উহাতেই তোমার ছওয়াব হাসিল হইবে, এমনকি (আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত কর্তব্য—স্বীয় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খাতিরে) স্ত্রীর মুখের প্রতিটি লোকমার সংস্থান করাতেও তোমার ছওয়াব হইবে।

অতঃপর আমি আক্ষেপ করিয়া বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! মনে হয়, আমি আমার সঙ্গীগণের সহিত প্রিয় মদীনায় আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না, (স্বীয় দেশ মক্কাকে আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করিয়াছিলাম, এখন এখানে মৃত্যু হইয়া এখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—না (এখন তোমার মৃত্যু হইবে না,) তুমি আরও বাঁচিয়া থাকিয়া যত অধিক নেক আমল করিবে তদ্বারা তোমার মর্তবা বাড়িতে থাকিবে। আমি আশা করি তুমি আরও অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবে। তোমার দ্বারা অনেক লোকের (তথা মোসলমানদের সাহায্য হইবে এবং অনেক লোকের (তথা কাফের-দের) ধ্বংস সাধিত হইবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় ছাহাবীগণের জন্য দোয়া করিলেন— اللهم امض لاصحابى هجرتهم "হে আল্লাহ! ছাহাবীগণের হিজরত (—তোমার সন্তুষ্টির জন্য দেশত্যাগ)কে চিরতরে বজায় রাখ, (কোন সময় ও কোন রকমেই) তাহাদের হিজরত বানচাল না হয়—তাহাদের অবস্থায় অবনতি না ঘটে।"

অতঃপর রসুলুল্লাহ (দঃ) সায়া'দ ইবনে খাওলা (রাঃ) ছাহাবীর মৃত্যুতে অনুতাপ প্রকাশ করিলেন, যেহেতু মক্কা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—যেই দেশ (মক্কা নগরী)কে একমাত্র আল্লার সন্তুষ্টির জন্য ছাহাবীগণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই দেশকে পুনরায় গ্রহণ করা দুরের কথা, প্রয়োজনের অধিক এক মুহূর্ত সেখানে অবস্থান করাও ছাহাবীগণ কোন মতেই পছন্দ করিতেন না। এমনকি ক্ষমতা বহির্ভূত মৃত্যু আক্রান্ত হইয়া সেখানে থাকিয়া যাওয়াকে পর্য্যন্ত মনক্ষুন্নকারী গণ্য করা হইত।

শোক প্রকাশে মাথার চুল ফেলিয়া দেওয়া নিষেধ

৬৮০। হাদীছ ঃ—আবু মুছা (রাঃ) রোগাক্রান্ত হইয়া একদা মুচ্ছিত অবস্থায় তাঁহার কোনও এক আত্মীয়ের কোলে হেলান দিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সেই অবস্থায় তিনি বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ণ

হুশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যেরূপ ব্যক্তির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন আমিও তাহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করি। (শোকাভিভূত হইয়া) যে ব্যক্তি চীৎকার করিয়া কাঁদে, মাথা মুড়িয়া ফেলে, জামা-কাপড় ফাড়িয়া ফেলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার প্রতি স্বীয় সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।

কাহারও মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়া

৬৮১। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), জাফর (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর শাহাদাৎ সংবাদ পাইলেন তখন তিনি শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন; আমি (আয়েশা) দরওয়াজার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জানাইল যে, জাফর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের মহিলাগণ কাঁদিতেছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। দ্বিতীয়বার আসিয়া ঐ ব্যক্তি অভিযোগ করিল, তাহারা আমার নিষেধ মানিল না। রসুলুল্লাহ (দঃ) এবারও বলিয়া দিলেন, তাহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে বল। তৃতীয়বার ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঐ অভিযোগই করিল যে, তাহারা আমার কথায় আমল দেয় নাই। (যেহেতু তাহারা কোনরূপ সীমা অতিক্রম করে নাই, অথচ সদ্য শোকাবিষ্টা ছিল—যখন ক্রন্দন আসা অতি স্বাভাবিক, তাই ঐ ব্যক্তির এরূপ পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হইয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) (বিরক্তি স্বরূপ) বলিলেন—(যদি তোমার ক্ষমতা থাকে তবে) তাহাদের মুখ মাটি-চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া আস।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শোকাবস্থায় বার বার বিরক্ত করায় আমার ক্রোধ আসিয়া গেল। আমি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম, আল্লার রসুল যাহা বলেন তাহা পূর্ণ করার ক্ষমতা হয় না, অথচ তাঁহাকে বিরক্তি হইতে অব্যাহতিও দিতেছে না।

৬৮২। **হাদীছ**ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক ঘটনায় সত্তরজন কোরআন বিশারদ ছাহাবী একদল বিশ্বাসঘাতক দস্যুর হাতে শহীদ হইলেন। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দীর্ঘ এক মাস পর্য্যন্ত ঐ দস্যুদের প্রতি অভিশাপ করতঃ নামাযের মধ্যে দোয়া-কুনুত পড়িলেন এবং এত শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, অন্য কোন সময় তাঁহাকে ঐরূপ দেখি নাই।

শোকাবস্থায় শোকপ্রকাশ হইতে না দেওয়া

মোহাম্মদ ইবনে কায়া'ব (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার প্রতি খারাব ধারণা পোষণ এবং মুখে খারাব কথা বলা—ইহা শোক নহে, বরং ইহা ত অধৈর্য্য; যাহা গোনাহ। (বস্তুতঃ "শোক" হইল—শুধু মনের বেদনা ও ব্যথা।)

৬৮৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ছেলে অসুস্থ ছিল। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহিরে কোথাও গিয়াছিলেন—এমতবস্থায় ছেলেটি প্রাণ ত্যাগ করিল। আবু তাল্‌হার (রাঃ) স্ত্রী ভাবিলেন, স্বামী রোগা অবস্থায় বাহিরে গিয়াছিলেন, ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিবেন, সেই মুহূর্তে ছেলের মৃত্যুর কথা জ্ঞাত হইলে কোনক্রমেই খানা-পানি গ্রহণ করিবেন না; বেহাল হইয়া পড়িবেন। তাই তিনি) মৃত ছেলেটির গোসল দান ও কাফন পরান সম্পন্ন করিয়া উহাকে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেটির অবস্থা কিরূপ? তাঁহার স্ত্রী উত্তর করিলেন—সে এখন সুস্থির ও শান্ত আছে; আশা করি সে এখন আরামেই আছে। আবু তাল্‌হা (রাঃ) স্ত্রীর উত্তরকে বাহ্যিক অর্থে সাব্যস্ত করিয়া পূর্ণ শান্তির সহিত রাত্রি যাপন করিলেন, এমনকি রাত্রে স্ত্রী সঙ্গমও করিলেন। ভোরবেলা গোসল করিয়া যখন ঘর হইতে বাহির হওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে ছেলের মৃত্যু সংবাদ স্পষ্টরূপে জানাইলেন। আবু তাল্‌হা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়িলেন এবং ছেলে ও স্ত্রীর সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) (তাঁহার স্ত্রীর বুদ্ধি ও সীমাহীন ধৈর্য্য দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া দোয়া করিলেন এবং) বলিলেন—আশা করি আল্লাহ তোমাদের এই রাত্রি যাপনে বিশেষ বরকত দান করিবেন। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়া ও সুসংবাদ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইল; সেই উপলক্ষেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আবু তাল্‌হা জন্ম-গ্রহণ করিলেন। একজন মদীনাবাসী ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—ঐ স্ত্রীর পক্ষে আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৯টি সন্তান হইয়াছিল; তাঁহারা প্রত্যেকেই বিশিষ্ট কোরআন বিশারদরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

শোকপ্রাপ্তির প্রথম ভাগে ছবর ও ধৈর্য্যের ফজিলত

শোক ও দুঃখ-কষ্টে ছবর ও ধৈর্য্যধারণের ফজিলত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোর-আনে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝

"যাহারা শোক ও দুঃখ-কষ্ট পৌঁছিলে এই ভাবিয়া ধৈর্য্যধারণ করে যে, আমরা সকলেই আল্লার অধীন এবং আমাদের সকলেরই আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে—ঐ সকল লোকদের প্রতি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ (Thanks) এবং বিশেষ রহমত ও করুণা, আর (এই স্বীকৃতি যে,) তাহারাই হেদায়েত ও সৎপথের উপর।"

(২ পাঃ ৩ রুঃ)

এই আয়াতে ছবর ও ধৈর্য্যধারণকারীদের জন্য তিনটি সুসংবাদ রহিয়াছে—(১) আল্লার তরফ হইতে ধন্যবাদ (Thanks)। (২) আল্লার বিশেষ রহমত ও করুণা। (৩) হেদায়েত ও সৎপথের উপর হওয়ার স্বীকৃতি। ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথম দুইটি ত উত্তম সুসংবাদ আছেই তৃতীয়টি তথা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক স্বীকৃতি সৎপথের পথিক হওয়ার—ইহাও আর একটি উত্তম সুসংবাদ।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۔ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ.....

"দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সহজ সুলভ হওয়ার জন্য সাহায্য গ্রহণ কর ছবর—ধৈর্য্য ও নামাযের দ্বারা; নিশ্চয় ছবর ও নামায কঠিন কাজ, কিন্তু যাহারা আল্লার সম্মুখে হাজির হওয়ার কথা স্মরণ রাখিয়া আল্লাহ তায়ালার ভয় অন্তরে জাগরিত রাখে তাহাদের জন্য উহা কঠিন থাকে না" (১ পাঃ ৫ রুঃ)। এই আয়াতের মর্ম এই যে, ছবর ও ধৈর্য্য এত বড় রত্ন যে, ইহার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার উন্নতি সহজ ও সুলভ হয়।

এইভাবে কোরআন-হাদীছে ছবর ও ধৈর্য্যের যত ফজিলত ও উপকার বর্ণিত হইয়াছে—সবই একমাত্র ঐ ছবর ও ধৈর্য্যের যাহা শোকের প্রথম আঘাতেই অবলম্বন করা হয়। বস্তুতঃ ছবর ও ধৈর্য্য একমাত্র উহাই; কারণ সময়ের অতিক্রমে স্বভাবতঃই শোক স্তিমিত হইয়া আসে, এমনকি বিলুপ্ত হইয়া যায়; তখন আর ছবর ও ধৈর্য্য অবলম্বনের কোন অর্থ থাকে না। অতএব একমাত্র শোকের প্রথম আঘাত হইতে ছবর ও ধৈর্য্যধারণ করিলেই ফজিলত ও উপকার লাভ হইতে পারে। আনাছ (রাঃ) কতৃক বর্ণিত ৬৭১নং হাদীছে হযরত নবী (দঃ) اَلصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى "ছবর হয় শোকের প্রথম আঘাতে" বলিয়া উক্ত তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন।

শোকবাক্য মুখে উচ্চারণ করা

৬৮৪। **হাদীছ**:—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আবু সাইফ কাইনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ঐ ব্যক্তির গৃহেই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশু পুত্র ইব্রাহীম (রাঃ) প্রতিপালিত হইতেছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পুত্র ইব্রাহীমকে কোলে লইয়া চুম্বন করিলেন এবং বিশেষরূপে আদর করিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় একদিন ঐরূপে উপস্থিত হইলেন, ঐদিন ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ ছাহাবী বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনিও.....(কাঁদেন)? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে

বলিলেন, হে ইবনে আ'উফ! ইহা দয়ার নিদর্শন। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুনরায় অশ্রুবর্ষণপূর্বক বলিলেন, নয়নে অশ্রু, প্রাণে বেদনা; কিন্তু মুখে আল্লার অসন্তুষ্টির কোনও শব্দ উচ্চারিত হইবে না। হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত।

রোগীর নিকট বসিয়া কাঁদা

৬৮৫। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়া'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) অন্তিমশয্যায় পতিত হইলেন। একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তিনজন ছাহাবীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে কি? তাহারা বলিল, না—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)।

অতঃপর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হযরতকে কাঁদিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই কাঁদিয়া উঠিল। তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইলেন—স্মরণ রাখিও, নয়নের অশ্রু ও প্রাণের বেদনার দরুণ আল্লাহ তায়ালা শাস্তি দিবেন না, কিন্তু মুখের দরুণ শাস্তি দিবেন (যদি ক্রন্দনে বা খেদ প্রকাশের শরীয়ত বিরোধীরূপে উহাকে পরিচালনা করা হয়।) অথবা রহমত নাযেল করিবেন (যদি উহার দ্বারা ভাল কথা বাহির হয়, যেমন—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" বলা।)

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—স্মরণ রাখিও, (শরীয়ত বিরোধীরূপে) ক্রন্দনকারী শুধু নিজেই শাস্তি পাইবে না, কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিও (ঐরূপ) ক্রন্দনে শাস্তি ভোগ করিবে।

৬৮৬। হাদীছ ঃ— উম্মে আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (কতিপয় মহিলা) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বায়আ'ত তথা অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াকালে তিনি বিশেষরূপে এই অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, আমরা কাহারও মৃত্যুতে বিলাপের ক্রন্দন করিব না।

জানাযা আসিতে দেখিলে দাঁড়াইয়া যাইবে

৬৮৭। হাদীছ ঃ—আমের ইবনে রবিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—যখন কোন ব্যক্তি জানাযা আসিতে দেখে তখন যদি সে উহার সঙ্গে যাইতে না পারে তবে তাহার কর্তব্য হইবে দাঁড়াইয়া থাকা, যাবৎ উহা অতিক্রম করিয়া না যায় বা নামাইয়া রাখা না হয়।

৬৮৮। হাদীছ ঃ— আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন জানাযা দেখ তখন দাঁড়াইয়া যাও এবং যে ব্যক্তি উহার সঙ্গে চলিবে, উহা নামাইয়া না রাখা পর্য্যন্ত সে বসিবে না।

৬৮৯। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একটি জানাযা আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। উহা দেখিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উঠিয়া দাঁড়া-

ইলেন। আমরা আরজ করিলাম—ইহা ইহুদীর জানাযা, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! তিনি বলিলেন, যখন কোন জানাযা দেখিবে তখন দাঁড়াইয়া যাইবে।

৬৯০। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে লায়লা (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাহ্‌ল ইবনে হোনাইফ (রাঃ) ও কায়স ইবনে সায়াদ (রাঃ) একদা একস্থানে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া একটি জানাযা যাইতেছিল, উহা দেখিয়া তাঁহারা দাঁড়াইলেন। তাঁহাদিগকে বলা হইল, ইহা একজন (অমোসলেম জিম্মির জানাযা। তাঁহারা উভয়েই বর্ণনা করিলেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট দিয়া একটি জানাযা যাইতেহিল, উহা দেখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল—ইহা একজন ইহুদীর জানাযা; তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, প্রাণী নয় কি?

ব্যাখ্যা ঃ—কোন অমোসলমানের জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার হেতু কি তাহার প্রতিই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, ইহুদী হইলেও সে একটি প্রাণী ছিল এবং প্রাণী মাত্রের মৃত্যুই একটি ভয়-ভীতির বিষয়। অতএব উহা দেখিয়া অটলভাবে ধীরস্থির হইয়া থাকা পাষাণ হৃদয়ের পরিচায়ক যাহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। বরং যে কোন প্রাণীর মৃত্যু দেখিয়া স্বীয় মৃত্যুকে স্মরণ করতঃ শিহরিয়া উঠা উচিত। যেমন মোসলেম শরীফের হাদীছে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে—ان الموت فزع মৃত্যু একটি ভয়জনক এবং শিহরিয়া উঠার বস্তু।

● মোসলেম শরীফে আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জানাযা দেখিয়া দাঁড়াইবার আদেশ মনছুখ—রহিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কালে নবী (দঃ) বসিয়া থাকিতেন দাঁড়াইতেন না। সেমতে অধিকাংশ ইমামগণের মত, মোসলমানের জানাযা দেখিয়াও দাঁড়াইবে না।

জানাযার সহযাত্রীরা বাহকদের স্কন্ধ হইতে জানাযা নামাইবার পূর্বে বসিবে না; কেহ বসিলে দাঁড়াইতে বলিবে

৬৯১। হাদীছ ঃ—সায়ীদ মাকবুরীর পিতা কাইসান (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একটি জানাযার সহযাত্রী ছিলাম। আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং (মদীনার শাসনকর্তা) মারওয়ান একত্রে হাত ধরিয়া ঐ সঙ্গে চলিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়ে জানাযা রাখিবার পূর্বে বসিয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ আবু সায়ীদ (রাঃ) (শাসনকর্তা) মারওয়ানের হাত ধরিয়া বলিলেন, উঠুন—দাঁড়াইয়া পড়ুন এবং আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, কসম খোদার—তিনি জানেন, নবী (দঃ) আমাদিগকে এইরূপ বসা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু হোরায়রা (রাঃ)ও বলিলেন, আবু সায়ীদ (রাঃ) সত্যই বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—অধিকাংশ আলেমের মতে জানাযা নামাইয়া রাখার পূর্ব পর্য্যন্ত সহযাত্রীদের দাঁড়াইয়া থাকা মোস্তাহাব; বসিয়া পড়া মকরূহ। কোন কোন আলেম ওয়াজেবও বলিয়াছেন। এই সবই মৃত মোমেন ব্যক্তির সম্মানার্থে। মোমেন মোসলমান মৃত্যুর পরও সম্মান পাইবার অধিকারী। (ফতহুল বারী, ৩—১৩৯)

জানাযা লইয়া যথাসম্ভব দ্রুত চলিবে

৬৯২। হাদীছ :— عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَاِنْ تَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهٗ عَنْ رِّقَابِكُمْ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—জানাযা লইয়া দ্রুত চলিবে। কারণ, মৃত ব্যক্তি যদি নেক্‌কার হয় তবে তাহার জন্য নেয়ামত সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে; যথাসত্বর তাহাকে উহার জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। আর যদি সে বদকার হয় তবে ইহা একটি অতি জঘন্য বস্তু; যথাসত্বর উহাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে অপসারিত করিয়া দিতে সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মছআলাহ :—শুধু পুরুষই শব বহন করিবে; নারীরা করিবে না। (১৭৫ পৃঃ)

মছআলাহ :—জানাযা লইয়া চলার সময় উহার সঙ্গীগণ জানাযার পিছনে চলিবে ইহাই অধিক উত্তম। অবশ্য (দ্রুত চলার কর্তব্যে ব্যাঘাত ঘটিলে) কিছু সংখ্যক লোক সম্মুখেও চলিলে উহাতে দোষ হইবে না। (শামী; ১—৮৩৪)

আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে জানাযার সঙ্গীগণ! তোমরা জানাযার বিদায়-সম্মান প্রদর্শনকারী। (প্রয়োজনে) তোমরা উহার সামনে পিছে, ডানে-বামে চলিতে পার।

অন্য এক জন ছাহাবী বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গীগণ জানাযার কাছাকাছি চলিবে; এরূপ দুরে দুরে চলিবে না যে, উহার সঙ্গী বলিয়া মনে না হয়। (১৭৫ পৃঃ)

আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযাকে তোমার সম্মুখে রাখ, তোমার দৃষ্টি উহার প্রতি নিবদ্ধ কর; উহা তোমার জন্য উপদেশ ও আখেরাতের স্মারক এবং তোমাকে শিক্ষা দানকারী।

মৃত ব্যক্তি কি বলিয়া থাকে?

৬৯৩। হাদীছ :— ابو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ - فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ -

অর্থ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিতেন, যখন মৃতদেহ শবাধারে রাখিয়া অন্যান্য পুরুষগণ উহাকে কাঁধের উপর বহন করিয়া চলিতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি যদি নেক্‌কার হয় তবে বলিতে থাকে—আমাকে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর কর। আর যদি সে বদকার হয় তবে সে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লক্ষ্য করিয়া বিকট চীৎকারের সহিত বলিতে থাকে, ইহারা এই নরাধমকে কোথায় লইয়া যাইতেছে?

তাহার এই চীৎকার মানুষ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রাণীই শুনিতে পায়, মানুষ ঐ চীৎকার শুনিলে স্থির থাকিতে সক্ষম হইত না, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া যাইত।

জানাযার নামায সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়

● সাধারণ নামাযে মোক্তাদীগণ যেরূপ সুবিন্যস্ত ও সোজা কাতার বাঁধে জানাযার নামাযেও তদ্রূপ কাতার বাঁধিবে; এলোমেলোভাবে দাঁড়াইবে না। উপস্থিত লোকদের দ্বারা তিনটি বা তদূর্দ্ধে বেজোড় সংখ্যায় কাতার বাঁধিবে। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাদীছে বর্ণিত আছে, তিন কাতার লোক যাহার জানাযার নামায পড়ে, সেই নামাযীদের দোয়া তাহার জন্য অবশ্যই কবুল হয় এবং তাহার মাগফেরাত হইয়া যায় (ফতহুলবারী ৩—১৪৫)।

● নাবালেগ ছেলেরাও জানাযার নামাযের জমাতে শামিল হইয়া নামায পড়িবে (১৭৭ পৃঃ)। ছেলেরা সকলের সঙ্গেই কাতারে দাঁড়াইতে পারে (১৭৬ পৃঃ)।

● জানাযার নামাযে রুকু-সেজদা নাই, কিন্তু ইহা নামাযই বটে; (নামাযের বিশেষ বিশেষ সাধারণ বিধান ইহাতেও প্রযোজ্য। যথা—কথা বলা নিষিদ্ধ, তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং সালাম ফিরিয়া সমাপ্ত করিতে হইবে। অজু ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না, সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময় পড়া যাইবে না, তকবীরের সময় হাত উঠাইতে হইবে (প্রথম তকবীরে ত অবশ্যই উঠাইবে; অপর তিন তকবীরে ইচ্ছাধীন)।

● পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের ইমামকেই জানাযার নামাযে ইমামতী করা উত্তম। জানাযার নামায এবং ঈদের নামায ঐ নামায যাহার জমাত ছুটিয়া গেলে উহা আদায় করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। সুতরাং যদি আশঙ্কা হয় যে, অজুতে লিপ্ত হইলে জানাযার বা ঈদের নামাযের জমাত শেষ হইয়া যাইবে এমতাবস্থায় পানি থাকা সত্ত্বেও দ্রুততার জন্য তায়াম্মুম করিয়া জমাতে শরীক হইবে। অবশ্য সম্পূর্ণ জমাত ছুটিবার আশঙ্কায় তাহা করা জায়েয; অজু করিয়া কিছু অংশও পাওয়ার আশা থাকিলে অজু করিয়া শামিল হইবে। (শামী ১—২২৩)

● জানাযার নামাযের জমাত কিছু অংশ হইয়া যাওয়ার পর কেহ শামিল হইতে চাহিলে ইমামের তকবীরের অপেক্ষা করিবে; ইমাম যে কোন তকবীর বলার সঙ্গে এই ব্যক্তি তকবীর বলিয়া আরম্ভ করিবে এবং ইমামের ইহা কোন তকবীর তাহা জ্ঞাত থাকিলে সে অনুপাতেই

দোয়া-দরুদ পড়িবে। আর তাহা জ্ঞাত না থাকিলে তাহার তকবীরকে প্রথম গণ্য করিয়া ছানা তারপর দরুদ তারপর দোয়া পড়িবে। ইমামের সালামান্তে সে তাহার বাকী তকবীর আদায় করিবে। আর যদি ইমামের চার তকবীর শেষ করার পর সালামের পূর্বক্ষণে উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তকবীর বলিয়া শামিল হইবে এবং ইমামের সালামান্তে তিন তকবীর বলিয়া সালাম করিবে (শামী—৮৩০, ৮৩১)। ইমামের সালামান্তে যে তকবীর আদায় করিবে উহাতে দোয়া-দরুদ পড়িবে যদি শবদেহ উঠাইয়া নেওয়ার আশঙ্কা না হয়; সেই আশঙ্কা হইলে শুধু তকবীর পূর্ণ করিবে (শামী, ১—৮১৪)।

ইবনুল-মোসাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, রাত্রে-দিনে ছফরে ও বাড়ীতে সর্বাবস্থায়ই জানাযার নামাযের চার তকবীর। ● জানাযার নামায ঈদগাহে জায়েয আছে এবং মসজিদেও জায়েয (১৭৭ পৃঃ ৬৫৫ হাদীছ)। অবশ্য হানফী মজহাব মতে কোন রকম ওজর ব্যতিরেকে মসজিদে জানাযার নামায মকরূহ—অনেকে মকরুহ তানযীহ বলিয়াছেন। বৃষ্টিকে ওজর বলা হইয়াছে এবং জানাযার জন্য ভিন্ন জায়গা না থাকা বা সহজ সাধ্য না হওয়াকেও ওজর সাব্যস্ত করা হইয়াছে। চলাচলের সড়ক বা রাস্তা জানাযার নামাযের জায়গা গণ্য হইবে না—যেহেতু উহা পাক-পবিত্র হওয়ার নিশ্চয়তা নাই, বরং নাপাক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী; এমতাবস্থায় উহাতে জানাযার নামায শুদ্ধও নহে। শবদেহ মসজিদের বাহিরে রাখিয়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া হইলে হানফী মজহাব মতেও অনেকে মকরূহ নয় বলিয়াছেন। (শামী ১—৮২৭×৮২৯)

● হোমায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আনাছ (রাঃ) আমাদিগকে নিয়া জানাযার নামায পড়িলেন; তিনি ভুলবশতঃ তিন তকবীর বলিয়াই সালাম করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে উহা জ্ঞাত করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কেবলামুখী অবস্থায়ই চতুর্থ তকবীর বলিলেন, তারপর পুনঃ সালাম ফিরিলেন। (১৭৬ পৃঃ) ● শবদেহ দাফন হওয়ার পর কবরের নিকটবর্তী জানাযার নামায আদায় করা যায়; যদি নামায ছাড়া দাফন করা হইয়া থাকে। আর যদি জানাযার নামায হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মৃতের অলী তথা গাজিয়ান শামিল ছিল না তবে গাজিয়ান ইচ্ছা করিলে কবরের নিকট পুনঃ জানাযার নামায পড়িতে পারে। নবী (দঃ) প্রত্যেক মোসলমানের সর্বশ্রেষ্ঠ গাজিয়ান, তাই তিনি ক্ষেত্র বিশেষে ঐরূপ করিয়াছেন যেমন ৬৫৬নং হাদীছে এবং ৩০০নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের নিকটবর্তী নিয়মিত জানাযার নামায আদায় করার জন্য শর্ত এই যে, শবদেহ ফাটিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই এরূপ অবস্থায় হইতে হইবে। দেহ পঁচিয়া-গলিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে নিয়মিত জানাযার নামায হইতে পারে না।

দাফনকার্য্যে যোগদানের ছওয়াব

এই বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা ৪৩নং হাদীছে হইয়াছে। ● যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বলিয়াছেন, জানাযার নামাযে শামিল হইলে তোমার কর্তব্য আদায় হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলমান মৃতের জানাযার নামায এবং তাহার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা ফরজে-কেফায়াহ—কিছু লোক আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় করিলে সকলের ফরজ আদায় হইয়া যায়। কিন্তু জানাযা আসিলে উপস্থিত লোকদের উপর মৃত মোসলমান ভাইয়ের প্রাপ্য হক তাহার জানাযার নামাযে শামিল হওয়া। নামাযে শামিল হইলে সেই বিশেষ হক আদায় হইয়া যায়। দাফনের জন্য জানাযার সঙ্গে যাওয়াও একটি হক বটে যাহার বয়ান ৬৫১ ও ৩৫২নং হাদীছে হইয়াছে, কিন্তু এই হক নামাযে শামিল হওয়া অপেক্ষা হাল্কা। অবশ্য উহাতেও অনেক ছওয়াব রহিয়াছে যাহার বয়ান আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ৪৩নং হাদীছে রহিয়াছে।

● হোমায়দ ইবনে হেলাল (রঃ) বলিয়াছেন, জানাযার সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। অবশ্য শুধু নামায আদায় করিয়া চলিয়া গেলে সঙ্গে যাইয়া দাফন সম্পন্ন করা অপেক্ষা অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে।

জানাযার নামাযে ইমামের দাঁড়াইবার স্থান

৬৯৪। **হাদীছ ঃ**—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পেছনে একটি মহিলার জানাযার নামায পড়িয়াছি। সন্তান প্রসব সংক্রান্তে মহিলাটির মৃত্যু হইয়াছিল। নবী (দঃ) মহিলাটির মধ্য বরাবরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে নারী-পুরুষ উভয়ের জানাযার নামাযে ইমাম মৃতের বক্ষ্য বরাবর দাঁড়াইবেন।

জানাযার নামাযে আলহামদু ছুরা পড়া

৬৯৫। **হাদীছ ঃ**—তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে জানাযার নামায পড়িলাম। তিনি উহাতে ছুরা-ফাতেহা পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের জানা উচিৎ, ইহা সুন্নতই বটে।

ব্যাখ্যা ঃ—জানাযার নামাযে প্রথম তকবীর বলিয়াই "ছানা" তথা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার দোয়া পড়া সুন্নত। ছুরা ফাতেহার মধ্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া প্রশংসার বর্ণনা রহিয়াছে, তাই উহাও অতি উত্তম "ছানা"। অতএব উহা পাঠে ছানা পড়ার সুন্নত অবশ্যই আদায় হইবে।

মছআলাহ ঃ—জানাযার নামাযের প্রথম তকবীরের পর "ছানা" পড়িতে হয়। ছানা অর্থ আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা। ছুরা ফাতেহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সুদীর্ঘ প্রশংসা রহিয়াছে, অতএব প্রথম তকবীরের পর ছানারূপে ছুরা ফাতেহা পাঠ করিলে দোষ নাই।

● হাসান বছরী (রঃ) বলিয়াছেন, শিশুর জানাযার নামাযেও ছুরা ফাতেহা (বা ছানা) পড়িবে এবং (তৃতীয় তকবীরের পর) এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّسَلَفًا وَّاَجْرًا ـ

কবরকে সম্মুখে রাখিয়া বা কবরের উপর নামায পড়া, কিম্বা কোন কবরকে কেন্দ্র করিয়া উহার প্রতি তা'মীজ ও শ্রদ্ধা উদ্দেশ্যে উহাকে নামায স্থান করিয়া নেওয়া বা উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা

এই মছআলার বিষয়ে বোখারী (রঃ) নামায অধ্যায়ে ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ২৭৭, ২৭৮ ও ২৭৯ নম্বরে তিনটি হাদীছ অনুদিত হইয়াছে। বক্ষমান অধ্যায়েও ইমাম বোখারী (রঃ) ১৭৭ এবং ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টিকে এস্থলে একটি পরিচ্ছেদরূপে দেওয়া হইল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছ ছাড়াও এই বিষয়ে এস্থানে উপরোল্লিখিত তিনটি হাদীছও লক্ষণীয়।

৬৯৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছেন, ইহুদ-নাছারাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার লা'নৎ ও অভিশাপ; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকে সেজদার স্থান বানাইবার আশঙ্কা না থাকিলে উহা উন্মুক্ত রাখা হইত। আশঙ্কা হয়, উহাকে সেজদার স্থান করা হইবে। (লোকেরা উহাকে সেজদা করিবে, তাই উহাকে আবদ্ধ রাখা হয়।) (১৭৭ পৃঃ)

পবিত্র ও বরকতের স্থানে সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করা

৬৯৭। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, (রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,) মুসা আলাইহেচ্ছালামের প্রতি মউতের ফেরেশতা আযরাঈল (আঃ) প্রেরিত হইলে মুসা (আঃ) তাঁহাকে এমনি এক চপেটাঘাত করিলেন যাহাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। আযরাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বন্দার প্রতি পাঠাইয়াছিলেন যিনি মৃত্যুবরণ করিকে ইচ্ছুক নহেন। আল্লাহ তাঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিয়া পুনরায় যাইবার আদেশ করিলেন এবং মুসা (আঃ)কে এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন যে, আপনি একটি বলদের পৃষ্ঠে হাত রাখুন, আপনার হাতের নীচে যতগুলি লোম ঢাকা পড়িবে ঠিক তত বৎসরের বয়স আপনাকে প্রদান করা হইবে।

আযরাঈল ফেরেশতা তাহাই করিলেন। মুসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রব্ব! তত বৎসর বয়সের পর কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। তখন মুসা (আঃ) আরজ করিলেন, অবশেষে মৃত্যু যখন অনিবার্য্যই তাহা হইলে এখনই মৃত্যু সংঘটিত হউক। মুসা (আঃ) তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট এই দরখাস্ত করিলেন যে, আমাকে বাইতুল-মোকাদ্দাসের অতি নিকটবর্তী করিয়া দিন।

হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, (আল্লাহ তায়ালা মুসা (আঃ)-এর উক্ত আকাঙ্খা পূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহার সমাধি বাইতুল-মোকাদ্দাসের নিকটেই।) আমি তথায় থাকিলে তোমাদিগকে তাঁহার সমাধিস্থলটি দেখাইতে পারিতাম; রাস্তার এক পার্শ্বে লাল বর্ণ একটি টিলার নিকটে অবস্থিত।

ব্যাখ্যাঃ—নবীগণের মর্তবা অতিশয় উচ্চ ও অতি উর্দ্ধে, এমনকি বড় বড় ফেরেশতাগণও তাঁহাদের খাদেম স্বরূপ। বিশেষতঃ হযরত মুসা (আঃ) জালালী তবীয়তের অতি বিশিষ্ট নবী ও রসুল ছিলেন। বিশেষ কোন কারণেই তিনি আযরাঈল ফেরেশতার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আযরাঈল ফেরেশতা তাঁহার ঐ ব্যবহারে ধারণা করিয়াছিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন, প্রকৃত কথা তাহা নহে। সুতরাং এই বিষয়টিকে প্রকাশিত করিবার জন্যই আল্লাহ তায়ালা পুনরায় আযরাঈলকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন এবং এত অসংখ্য বৎসর বয়সের সুযোগ দান করা সত্ত্বেও মুসা (আঃ) উহাকে তুচ্ছ মনে করতঃ নিজেই উহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন এবং স্বেচ্ছায় তখনই মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মুসা (আঃ) আযরাঈলের সহিত কেন ঐরূপ করিয়াছিলেন, সে কৈফিয়ত আল্লাহ তায়ালাই যখন তলব করেন নাই তখন সে বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া অনধিকার চর্চা বই নহে।

শহীদের জন্য জানাযার নামায

৬৯৮। **হাদীছ**ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (কাফনের কাপড়ের অভাবে) ওহোদ জেহাদের শহীদগণের দুই দুইজনকে এক কবরে চাদরের নীচে দাফন করিয়াছিলেন। দুইজনের মধ্যে যাহার কোরআন শরীফ অধিক কণ্ঠস্থ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইত তাঁহাকে প্রথমে কবরে রাখিতেন। এইরূপে সকলের দাফন সমাপ্ত করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কেয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদিগকে রক্তাক্ত শরীরেই দাফন করার আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে গোছল দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহাদের উপর জানাযার নামাযও পড়া হয় নাই।*
জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা ও চাচাকে এক সঙ্গে একটি চাদরের নীচে দাফন করা হইয়াছিল, উভয়েই ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—জাবের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতার সঙ্গে এক কবরে যিনি দাফন হইয়াছিলেন তিনি বস্তুতঃ তাঁহার পিতৃব্য ছিলেন না, বরং তাঁহার পিতার বিশেষ বন্ধু ও ভগ্নিপতি ছিলেন। এখানে জাবের (রাঃ) মুরব্বি হিসাবে তাঁহাকে চাচা বলিয়াচেন, তাহার নাম আমৃর ইবনুল জামুহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মছআলাহঃ—প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন কবর না করিয়া প্রশস্ত এক কবরে একাধিক শবদেহ রাখা যায়, তখন কোরআনের এল্‌ম যাঁহার বেশী তাঁহাকে প্রথমে রাখা হইবে।

* হানফী মজহাব মতে শহীদের উপর জানাযার নামায অবশ্যই পড়িতে হইবে; এ সম্পর্কে হাদীছে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমাণ আছে। আলোচ্য হাদীছের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জানাযার নামায পড়া হইাছিল না। রণাঙ্গণে মৃতের সংখ্যা বেশী থাকায় দশ দশজনের নামায এক সঙ্গে পড়া হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ আছে।

৬৯৯। **হাদীছ ঃ**—ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (ইহকাল ত্যাগের নিকটবর্তী সময়ে) একদা ওহোদের শহীদানগণের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং জানাযার নামাযের ন্যায় তাঁহাদের কবরের নিকটবর্তী নামায পড়িলেন (শহীদের মৃতদেহ অবিকৃতই থাকে।)† অতঃপর মসজিদে আসিয়া মিম্বরে উপবিষ্ট হইলেন এবং ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের পক্ষ হইতে (আখেরাতের পানে) তোমাদের অগ্রদূত স্বরূপ যাইতেছি; আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী হইব। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, (কেয়ামতের ভীষণ ময়দানে আমার উম্মতকে সাহায্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে হাওজে-কাওছার বিশ্বরূপে দান করিয়াছেন সেই) হাওজে-কাওছারকে বর্তমান অবস্থাতে এখান হইতেই আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি আরও বলিলেন, (স্বপ্নাযোগে এবং নবীর স্বপ্ন অহী) আল্লার তরফ হইতে বিশ্বকোষের চাবিগুচ্ছ আমার হাতে দেওদা হইয়াছে। (অর্থাৎ আনতিকালের মধ্যেই বিশ্বের আধিপত্য এই উম্মতের করতলগত হইবে; তাই পুনঃ শপথ করিয়া বলিতেছি,) আমি তোমাদের সম্পর্কে এই আশঙ্কা করি না যে, তোমরা (অর্থাৎ মোসলেম সমাজ) ইসলাম ত্যাগ করতঃ মোশরেক—পৌত্তলিক হইয়া যাইবে। পরন্তু এই আশঙ্কা আমার ভিতরে অতি প্রবল যে, (দুনিয়ার ধন-সম্পদ তোমাদের উপর বিস্তৃত হইল) তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া উহাতে মত্ত ও লিপ্ত হইতে থাকিবে, (এবং ধন-সম্পদে মত্ত হইয়া আখেরাতকে ভুলিয়া যাইবে, উহাতেই তোমাদের ধ্বংস সাধিত হইবে।)

মছআলাহ ঃ—শহীদ মৃতকে গোসল দিবে না; রক্তাক্ত দেহে এবং রক্তাক্ত কাপড়েই দাফন করিবে। তাঁহার সম্মানার্থে কিছু নূতন কাপড়ও কাফনে দিবে।

কারণ বশতঃ মৃতদেহকে কবর হইতে বাহির করা

৭০০। **হাদীছ ঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন ওহোদের জেহাদের প্রস্তুতি হইল, আমার পিতা (জেহাদ আরম্ভের পূর্বেই) রাত্রে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার মনে হইতেছে, আমি এই জেহাদের সর্বপ্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইব। তিনি আরও বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র আমার নিকট আর কেহ নাই। অতএব, আমার উপর যে সকল ঋণ আছে সেগুলি তুমি পরিশোধ করিবে+ এবং আমি তোমাকে অছিয়ত করিয়া যাইতেছি, তুমি তোমার ভগ্নিদের প্রতি ভাল দৃষ্টি রাখিবে এবং তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

---

† কাহারও মতে হযরত (দঃ) নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদেই ওহোদের শহীদানগণের জন্য শুধু বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন, অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করিয়াছিলেন।

+ জাবের (রাঃ) স্বীয় পিতার আদেশ ও অছিয়ত পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মোজেযাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

পরদিন জেহাদ আরম্ভ হইলে সত্য সত্যই আমার পিতা প্রথম শহীদানদের মধ্যে একজন হইলেন এবং তখনকার উপস্থিত ব্যবস্থানুযায়ী তাঁহাকে অন্য একজন শহীদের সঙ্গে এক কবরে দাফন করা হইল।

(জাবের (রাঃ) বলেন—আমি ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলাম না যে, আমার পিতা এক কবরের মধ্যে অন্যের সঙ্গে থাকুন; তাই ঘটনার ঠিক ছয় মাস পর কবর খুড়িয়া আমি আমার পিতাকে বাহির করিয়া লইলাম। দীর্ঘ ছয় মাস পর তাঁহার সব বাহির করিয়া দেখিতে পাইলাম, তাঁহার দেহ দাফন করার দিন যেরূপ ছিল তখনও ঠিক তদ্রূপই আছে, কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই; শুধুমাত্র এক কানের লতির মধ্যে সামান্য একটু দাগের ন্যায় দেখা যায়। অতঃপর আমি তাঁহাকে ভিন্ন একটি কবরে পুনরায় দাফন করিয়া দিলাম।

ব্যাখ্যা:— আল্লার রাস্তায় জেহাদে যাঁহারা শাহাদৎ বরণ করেন তাঁহারা সাধারণ মৃতের ন্যায় নহেন, এই বিষয়টি পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۔ بَلْ اَحْيَاءٌ.....

অর্থ—যাঁহারা আল্লার রাস্তায় শাহাদৎ বরণ করিয়াছেন, তোমরা কখনও তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিও না, বরং তাঁহারা জীবিত, আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁহারা বিশেষরূপে নেয়ামত ও সামগ্রী উপভোগ করিতেছেন।

আল্লাহ রাস্তায় শহীদগণ যে মৃত নহেন, তাহার একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে, শহীদের দেহ মাটিতে নষ্ট হয় না। যেমন কোনও জীবিত ব্যক্তি মাটির উপর শুইয়া থাকিলে তাহার দেহকে মাটি গ্রাস করিবে না। উক্ত প্রতিক্রিয়ার একটি প্রত্যক্ষ নমুনা ছহীহ্ বোখারী শরীফে বর্ণিত আলোচ্য ঘটনার দ্বারা প্রতীয়মান হইল।

জাবের (রাঃ) ছাহাবীর পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) এবং তাঁহার বন্ধু সম্পর্কে ইমাম মালেক (রঃ) "মোয়াত্তা" নামক কেতাবে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই শহীদদ্বয়কে দাফন করার দীর্ঘ ছয়চল্লিশ বৎসর পর পার্বত্য বন্যার স্রোত হইতে রক্ষার জন্য (দ্বিতীয় বার) তাঁহাদিগকে করার হইতে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছিল; তখনও তাঁহাদিগকে এইরূপ পাওয়া গিয়াছিল যেন এইমাত্র দাফন করা হইয়াছে।

ঐ বন্ধু সম্পর্কে ঐ কেতাবে আশ্চর্য্যজনক এই ঘটনাও উল্লেখ আছে—"৪৬ বৎসর পরেও দেখা গেল, তিনি যেই আঘাতে শহীদ হইয়াছিলেন ঐ আঘাত স্থানের উপর তাঁহার একখানা হাত স্থাপিত রহিয়াছে। লোকেরা ঐ হাতখানাকে সোজা করিয়া দিল, কিন্তু পুনরায় উহা আঘাত-স্থানের উপর চলিয়া গেল।

নাবালেগ বালক ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহা শুদ্ধ

● নাবালেগ বালক ইসলামকে বুঝিয়া গ্রহণ করিলে তাহার ইসলাম শুদ্ধ হইবে; সর্বক্ষেত্রে সে মোসলমান গণ্য হইবে। এমতাবস্থায়ই তাহার মৃত হইলে তাহার নিয়মিত

কাফন-দাফন এবং জানাযার নামায পড়া হইবে। এজন্যই যেখানে অমোসলেমদের ইসলাম বুঝাইয়া গ্রহণের আহ্বান জানান হয় সেখানে বুঝমান নাবালেগ বালককেও ইসলামের আহ্বান জানাইতে হইবে।

মাতা-পিতার একজন মোসলমান হইয়াছেন, অপর জন অমোসলেম—তাহাদের নাবালেগ সন্তানরা আইনগত অধিকারে মোসলমান জনের প্রাপ্য সেই নাবালেগ মারা গেলে তাহার প্রতি মোসলমান মৃতের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইসলামের বিধান।

ইমাম ইবনে শেহাব যুহ্‌রী (রঃ) বলিয়াছেন, মোসলমান মাতার অবৈধ গর্ভজাত সন্তানও মোসলমান পরিগণিত; সেই সন্তানও জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে। তদ্রূপ অমোসলেম মাতার গর্ভজাত সন্তান মোসলমান গণ্য হইবে যদি পিতা মোসলান হয় (১৮১ পৃঃ)। কারণ, ইসলমান সর্বক্ষেত্রে উপরস্থ থাকিবে। এমনকি ইমাম যুহ্‌রী ও ইমাম মালেকের মতে কোন মোসলমান পুরুষ অমোসলমান নারীর সহিত জেনা করায় সন্তানের জন্ম হইলে সেই সন্তানও মোসলমান পরিগণিত হইবে (ফতহুল-বারী, ৩—১৭২)।

মোসলমান পরিগণিত শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হইলে যদি আত্মার সহিত ভূমিষ্ট হওয়ার কোনও নিদর্শন পরিদৃষ্টে হইয়া থাকে তবে তাহার জানাযার নামায এবং নিয়মতি কাফন-দাফন অবশ্যই করিতে হইবে। আত্মার সহিত ভূমিষ্ট হওয়ার কোনই নিদর্শন অনুভূত না হইয়া থাকিলে তাহার জানাযার নামায পড়া হইবে না (এবং নিয়মতি কাফনের প্রয়োজন নাই; একটি কাপড়ে জড়াইয়া দাফন করা হইবে, চাপামাটি দেওয়া যাইবে না।) (১৮১ পৃঃ)।

১০১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এক ইহুদী বালক নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিত। সে অন্তিমশয্যায় পতিত হইলে নবী (দঃ) তাহাকে দেখিতে আসিলেন এবং তাহার শিয়রে বসিয়া তাহাকে বলিলেন; তুমি মোসলমান হইয়া যাও। সে তাহার পিতার প্রতি তাকাইল, তাহার পিতাও তাহাকে এই পরামর্শই দিল যে হযরতের আদেশ গ্রহণ কর। সে ইসলাম কবুল করিল। নবী (দঃ) বলিলেন, الحمد لله الذى انقذه من النار "আল্লাহ তায়ালার শোকর ও প্রশংসা তিনি তাহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করিলেন" এই বলিয়া হযরত (দঃ) তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় কাফের কলেমা পড়িলে গ্রাহ্য হইবে

১০২। হাদীছ ঃ— মোছাইয়্যেব (রাঃ) বর্ণনা কবিয়াছেন, যখন আবু তালেবের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। পূর্বে হইতেই আবু জহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী-উমাইয়া কাফের সরদারদ্বয়ও তাহার নিকটে বসিয়া ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবু তালেবকে বলিলেন, চাচাজান। আপনি

لا إله إلا الله কলেমার স্বীকারোক্তি করুন, তবেই আমি উহা লইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আপনার জন্য দাঁড়াইতে পারিব এবং সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইব। তখন আবু জহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া বলিল, হে আবু তালেব! তুমি কি জীবনের শেষ মুহূর্তে স্বীয় পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম পরিত্যাগ করিবে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে পুনঃ পুনঃ দ্বীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং কাফেরদ্বয় বার বার তাহাকে ঐ কথা বলিতে লাগিল। এমনকি আবু তালেবের শেষ বাক্য এই যে, সে আবদুল মোত্তালেবের ধর্মের উপরেই আছে এবং لا إله إلا الله কলেমা বলিতে অস্বীকার করিল। আবু তালেবের এই অবস্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ) ভীষণ অনুতপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম—যাবৎ আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিষেধ না করিবেন আমি পিতৃব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাইব। এই উপলক্ষেই আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ......

অর্থ—নবী এবং মোমেনদের জন্য অনুমতি নাই, তাহারা কাফের-মোশরেকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়—তাহার জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার (তথা কাফের অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার) পর (১১ পাঃ ৩ রুঃ)।

মছআলাহ ঃ—কোন ব্যক্তি সারা জীবন কাফের-মোশরেক থাকিয়া মৃত্যুক্ষণে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ পূর্বক কলেমার (বা উহার মর্মের) স্বীকৃতি জানাইলে সে মোসলমানরূপে জানাযার নামায এবং নিয়মিত কাফন-দাফনের অধিকারী হইবে।

● ঈমান ও ইসলামহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাহার জন্য জানাযার নামায পড়া পড়া নিষিদ্ধ; ঐরূপ ব্যক্তির জন্য কোন ভাল দোয়া করাও নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বিবৃতি। আয়াতটি উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

কবরের উপর ডালা ইত্যাদি গাড়িয়া দেওয়া

বোরায়দা আসলামী (রাঃ) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, তাঁহার কবরে যেন দুইটি ডালা পুঁতিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়টি ১৯৫ নং হাদীছেও প্রমাণিত আছে।

আত্মহত্যাকারীর অবস্থা কি হইবে?

৭০৩। **হাদীছ ঃ**—ছাবেত ইবনে জাহ্হাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় কোন মিথ্যা বিষয়ের উপর বিধর্মী হওয়ার শপথ করিবে (তাহার এত বড় গোনাহ হইবে যেমন সে প্রকৃতই বিধর্মী হইয়া

গিয়াছে।* এবং যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করিবে সে তাহার এই কর্মের দরুন জাহান্নামের অগ্নিতে শাস্তি ও আজাব ভোগ করিবে।

১০৪। হাদীছ ঃ— জুন্দুব (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তির শরীরে ঘা ছিল; যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিল। তাহার এই কার্য্যে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বন্দা (তাহার চেষ্টা ও কার্য্যে) স্বীয় প্রাণ বাহির করায় যেন আমার হইতে অগ্রগামী হইয়াছে; অতএব আমি তাহার জন্য বেহেশতকে হারাম করিয়া দিলাম।

১০৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি গলায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিবে সে দোযখের মধ্যেও গলায় ফাঁসি দেওয়ার আজাব ও যাতনা ভোগ করিবে এবং যে ব্যক্তি বর্শা (ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, সে দোযখের মধ্যেও বর্শাঘাতের আজাব ও যাতনা ভোগ করিবে।

মৃতের প্রতি সর্বসাধারণের প্রশংসা

১০৬। হাদীছ ঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا وَجَبَتْ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ -

অর্থ—আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবীগণ একটি জানাযার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করিলেন; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর অন্য আর একটি জানাযার নিকট দিয়া চলার সময় ছাহাবীগণ মৃত ব্যক্তির নিন্দা করিলেন; এইবারও নবী (দঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে? নবী (দঃ) বলিলেন, প্রথম মৃতের প্রতি তোমরা প্রশংসা করিয়াছ, সে অনুযায়ী তাহার জন্য বেহেশত নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মৃতকে তোমরা খারাব বলিয়াছ, সে অনুযায়ী তাহার জন্য দোযখ নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তোমরা (সর্বসাধারণ নেক্‌কার মোসলমান) দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষী স্বরূপ। (অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সাক্ষ্য অনুপাতেই আল্লাহ তায়ালা ফয়ছলা করিয়া থাকেন)।

* যেমন—কেহ বলিল, আমি অমুক কাজ করি নাই, যদি করিয়া থাকি তবে আমি ইহুদী বা নাছরানী বা হিন্দু বা কাফের অথচ সে উহা করিয়াছে এবং ইচ্ছাকৃত মিথ্যা শপথ করিতেছে।

৭০৭। হাদীছ :—আবুল আসওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মদীনা শরীফে আসিলাম, তখন সেখানে এক প্রকার মহামারী দেখা দিয়াছিল। আমি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট বসিয়াছিলাম, আমাদের নিকট-পথে একটি জানাযা যাইতেছিল, ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতিও প্রসংশা করা হইল; ওমর (রাঃ) বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় আর একটি জানাযা যাইতে লাগিল, এই মৃতের প্রতি খারাব মন্তব্য করা হইল; ওমর (রাঃ) এবারও বলিলেন, নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। (হাদীছ বর্ণনাকারী বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল-মোমেনীন! কি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তিনি বলিয়লন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ ক্ষেত্রে যাহা বলিয়াছেন আমিও তাহাই বলিলাম। নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهٗ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - فَقُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قَالَ وَثَلَاثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ -

অর্থ—যে কোন মোসলমান মৃত ব্যক্তির পক্ষে চারজন লোক তাহার সৎ বা নেক হওয়ার সাক্ষ্য দান করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি তিন জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, তিন জন হইলেও তদ্রূপই হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি দুই জন সাক্ষী হয়? নবী (দঃ) বলিলেন, দুইজন হইলেও তদ্রূপই হইবে। অতঃপর আমরা একজন সাক্ষীর বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই।

ব্যাখ্যা :—আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত সাক্ষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা স্বার্থ বিবর্জিত সাধারণ সৎ লোকগণ, এমনকি ঐরূপ দুই চার জনও মৃত ব্যক্তির স্বভাব চরিত্র ও গুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাহার জন্য বেহেশতের ফয়ছালা করিবেন। তাহার দোষ-ত্রুটি থাকিলে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রহমতে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্র ও আচার ব্যবহারে সর্বসাধারণ সৎ লোকদের ক্ষতি হয় বা মনে কষ্ট হয় যদ্দরুণ তাহার নাম আসিলেই লোক মুখে তাহার কুৎসা বর্ণিত হয় সে বস্তুতঃই অসৎ সাব্যস্ত; সে আল্লার প্রিয় হইতে পারে না।

আলোচ্য হাদীছসমূহে একটি বিশেষ শিক্ষা ও উপদেশ রহিয়াছে যে, সৎচরিত্র, সৎস্বভাব, সদ্ব্যবহার ও পরোপকারীতার মূল্য ইসলামে অনেক বেশী। মানবের উচিৎ জীবিতকালে উহার প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান হওয়া, যেন তাহার মৃত্যুর পর মানুষের মুখে স্বতঃস্ফূর্ত তাহার সুকীর্তি ও নেকনামী ফুটিয়া উঠে। এই সুখ্যাতি ও নেক্‌নামীর সাক্ষ্য মানুষের জন্য নাজাতের অছিলাসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি অছিলা।

কবরের আজাব

বাহ্যিক ও স্থূল যুক্তিবাদী লোকদের স্বভাব এই যে, তাহারা সাধারণ দৃষ্টি ও স্থূল যুক্তির গণ্ডির বাহিরের বিষয়বস্তুর প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে। তাহাদের এই স্বভাব জাগতিক বিষয়াবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে সহনীয় হইত। কিন্তু তাহাদের আস্ফালন সীমার ধার ধারে না বলিয়া তাহারা ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য অ-জড় জগতের নিয়মাবলীকেও ঐ একই স্থূল যুক্তি এবং বাহ্যিক দৃশ্য বস্তুর মাপকাঠিতে পরিমাপ করিতে চায়; ইহা অন্যায় ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

কবরের আজাব বা সুখ-শান্তি ইত্যাদি বিষয়সমূহকেও যুক্তির পূজারীগণ পূর্ণরূপে তাহাদের স্বীয় যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার দাবী জানাইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, কবর তথা আলমে-বরযখ (বরযখী-জগৎ) ইহজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি অ-জড় জগৎ—যাহা আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল। আখেরাতের উপর ঈমান রাখার অর্থ শুধু "আখেরাত" শব্দটিকে অনুধাবন করা নয়, বরং আল্লার ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছ দ্বারা আখেরাতের যে সব হাল-অবস্থা ও বিষয়াবলী প্রমাণিত হইয়াছে ঐ সবকে পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়াই আখেরাতের উপর ঈমান আনার প্রকৃত অর্থ। কোরআন ও হাদীছ অবশ্য অবশ্যই খাঁটী যুক্তি ও বিজ্ঞানের বরখেলাফ নহে, কিন্তু ইহা ভালরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন ও হাদীছের মধ্যে এমন বহু বিষয়াবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, যে-সবকে আমাদের মানবীয় বুদ্ধি ও যুক্তি আয়ত্বে আনিতে ও জয় করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, আমরা ইহজগতের প্রাণী, তাই অনিবার্য্যতঃ আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞান কেবলমাত্র ইহজগতের বিষয়াবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। পক্ষান্তরে কোরআন ও হাদীছ ইহজগৎ ও পরজগৎ উভয় জগতের বিষয়াবলীর আলোচনা করে। পরজগৎ তথা আখেরাত আমাদের যুক্তি ও বিজ্ঞানের উর্দ্ধে ও অজ্ঞেয়। সেই জগৎ সম্পর্কে হাল্কা যুক্তি ও বিজ্ঞানের নিস্ফল হাত্‌ড়ানি নিছক অবান্তর।

আখেরাতের বিষয়াবলীর সম্পর্ক একমাত্র আল্লাহ ও রসুলের বাণী তথা কোরআন ও হাদীছের সহিত। তাই বোখারী (রঃ) "কবরের আজাব"কে প্রমাণিত করার জন্য প্রথমতঃ কোরআনের কতিপয় আয়াত, তারপর কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে ভূমিকা স্বরূপ তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ—কবর বলিতে ইসলামী পরিভাষায় "আলমে-বরযখ" বুঝায়, কেবলমাত্র মৃতদেহকে পুঁতিয়া রাখার গর্তই বুঝায় না। "আলমে-বরযখ" ইহজগৎ হইতেও অসংখ্য গুণ প্রশস্ততর একটি আলম বা জগৎ; ইহজগৎ বা হাশরের মধ্যবর্তী সময়ে মানব ইহাতে অবস্থান করিয়া থাকে। মানবের মৃত্যুর অর্থ এই যে, সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া আলমে-বরযখে চলিয়া গিয়াছে। ইহজগতে থাকাকালীন সে যেরূপ জীবিত এবং তাহার সুখ-দুঃখ সম্পর্কে তাহার

উপর সৃষ্টিকর্তার সমুদয় আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফত) কার্য্যকরী হইয়া থাকে; তদ্রূপ আলমে-বরযখবাসীগণও তথাকার জীবনে জীবিত। তথায় তাহাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার আদেশাবলী (ফেরেশতাগণ মারফৎ) কার্য্যকরী হইতে থাকে।†

দ্বিতীয়তঃ—মানুষ তিনটি বস্তুর সমষ্টি, (১) জিছমে-ওনছুরী বা ভৌতিক-দেহ যাহা চারি পদার্থে গঠিত, (২) জিছমে-মিছালী বা মধ্যবর্তী দেহ, (৩) রূহ বা আত্মা। রূহ বা আত্মা পদার্থীয় দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুদরতী বস্তু। পদার্থীয় দেহের সহিত উহার সম্পর্কের জন্য জিছমে-মিছালী রহিয়াছে, যেরূপ মানব দেহের হাড্ডি অতিশয় শক্ত এবং মাংস অতি কোমল; উভয়ের সংযোগ ও সম্পর্ক রক্ষার জন্য মধ্যস্থলে মাংসপেশী অবস্থিত। জিছমে-মিছালী মানব দেহের সমপরিমাণ ও সমাকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা জাগতিক পদার্থীয় নহে বলিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে গোচরীভূত হয় না। মানবের মৃত্যু হইলে তাহার পদার্থীয় দেহ হইতে রূহ ও জিছমে-মিছালীর প্রধান সম্পর্ক তথা দেহকে সক্রিয় ও সজীব রাখার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় এবং আত্মা ও জিছমে-মিছালী আলমে-বরযখে স্থানান্তরিত হয়। পদার্থীয় দেহটি পঁচিয়া-গলিয়া বা ভস্ম হইয়া বা কোনও জন্তুর পেটে হজম হইয়া মল আকারে বাহির হইয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া, অণু-পরমাণু ও কণায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ রাখিবেন যে, উহার মৌলিক অস্তিত্ব কখনও কোন অবস্থাতেই নিঃশেষ হইয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ—মানুষ ইহজগতে থাকাকালীন সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বা আরাম ইত্যাদি হাল-অবস্থা তাহার পদার্থীয় দেহের উপর প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়, আর ইহার সহিত

---

† এখানে এরূপ প্রশ্নের অবতারণা মোটেই কোন জটিলতার সৃষ্টি করিবে না যে, আলমে-বরযখ নামক জগৎটি কোথায় অবস্থিত এবং উহার ভৌগলিক বিবরণ কি?

ইসলামের মূল—কোরআন-হাদীছের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর সম্মুখে এরূপ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ, বেহেশত-দোযখ যাহা এই ইহজগৎ হইতে কোটি কোটি গুণ বড়, কোরআন-হাদীছের স্পষ্টতর প্রমাণাদি দৃষ্টে পূর্ব হইতেই সৃষ্ট। আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের হাতড়ানি সেই বেহেশত-দোযখের ভৌগলিক সমস্যার কি সমাধান করিতে পারিয়াছে? এসব ত ইহজগৎ হইতে পৃথক পরজগতের কথা; কিন্তু কোরআন-হাদীছে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ যাহাদের সংখ্যা সমুদয় মানব জাতির সংখ্যা হইতে প্রায় হাজার গুণ ঊর্ধ্বে তাহাদের বাসস্থান এবং কোরআন শরীফে বর্ণিত জুল-কারনাঈন বাদশাহ কর্তৃক তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করার লৌহ ও তাম্র নির্মিত প্রাচীর ইত্যাদি সবই ইহজাগতিক স্থান ও বস্তু; কিন্তু ভৌগলিক-জ্ঞান ঐ সবকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে কি?

আর কোরআন-হাদীছে অবিশ্বাসীরা বলুন—১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভূগোল-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ আমেরিকার ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের খোঁজ রাখিত কি? ইতিপূর্বে (Antartica) আন্টার্কটিকার ন্যায় বিশাল ভূখণ্ডের বিষয় তাহারা কি জানিত? চন্দ্রে বিশাল জগতের খোঁজ করা হইতেছে, পূর্বে এই চিন্তা ছিল কি? এতদ্দৃষ্টে প্রমাণিত হয়, যেই মানবের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন এত ক্ষুদ্র; সেই মানব সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণী কোরআন ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিধি রসুলের হাদীছে বর্ণিত স্থান, বস্তু ও বিষয়সমূহকে কোন যুক্তি বলেই অস্বীকার করিতে পারে না।

সম্পর্কের দরুন রূহ এবং জিছমে-মিছালীও শান্তি প্রাপ্ত বা ব্যথিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর আলমে-বরযখের অবস্থা ইহার বিপরীত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ এমনকি উঠা-বসা ইত্যাদি হাল-অবস্থা বস্তুতঃ রূহ ও জিছমে-মিছালীর উপরই প্রবর্তিত ও পরিচালিত হয়। অবশ্য পদার্থীয় দেহের অণু-পরমাণু ও কণারাশি যেখানে যতটুকু যে অবস্থায়ই থাকে ঐগুলির সঙ্গে আত্মার ও জিছমে-মিছালীর প্রধানতম সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পরও এমন একটি সূক্ষ্মতম সম্পর্ক বজায় থাকে যদ্দারা রূহ ও জিছমে-মিছালীর সুখ-দুঃখের অনুভূতিসমূহ পদার্থীয় দেহের অংশরাশি পর্যন্তও সংক্রমিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। ❊

❊ আলমে-বরযখের সমুদয় অবস্থা সরাসরিভাবে শুধু রূহ ও জিছমে-মিছালীর উপরে প্রবর্তিত হওয়া—ইহা ছুফিয়া তথা তাছাওফবাদীদেরও সিদ্ধান্ত (ফয়জুলবারী ২—৪৯২)।

মানুষের এই ভৌতিক দেহ ছাড়াও তাহার অপর একটি দেহ আছে—এই তথ্য মোসলেম দার্শনিক সাধক মনীষীদেরই আবিষ্কার; এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তথ্য আবিষ্কারের যোগ্যতা অন্য কাহারও হইতে পারে না। কারণ, আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্য যেরূপ চর্ম-চোখের আওতা বহির্ভূত তদ্রূপ সৃষ্টিকর্তার সহিত আত্মার গভীর যোগ-সূত্র ব্যতীরেকে উহা জ্ঞান-চোখের পক্ষেও অজ্ঞেয়ই থাকিয়া যায়। দার্শনিক সাধক মহামনীষী মাওলানা রুমী (র:) আল্লাহ ভায়ালার দরবারে এই জিনিষটিই ভিক্ষা চাহিতেন—

قطرۂ دانش کہ بخشیدی زپیش × متصل گردان بدریا ہائے خویش

"প্রভু হে। যে জ্ঞানবিন্দু তুমি আমাকে সৃষ্টিগতভাবে বা বাহ্যিক শিক্ষা চর্চায় দান করিয়াছ উহাকে তুমি তোমার অকুল সমুদ্রের সহিত যোগ করিয়া দাও।"

সৃষ্টিকর্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের সহিত যোগসূত্র-কেন্দ্রের প্রবেশ-পথ হইল একমাত্র ইসলাম; সেই পথ অবলম্বনে বিরামহীন সাধনা-ভজনা ও আল্লাহ-ধ্যানের অতল-ধ্যানের অতল সমুদ্রে লুপ্ত থাকার মাধ্যমে লাভ হয় সৃষ্টিকর্তার সহিত যোগসূত্র। এইরূপ যোগসূত্র সৃষ্টিকারী অসংখ্য মহামনীষীর আবির্ভাব মোসলেমদের মধ্যে হইয়াছিল। যেমন—ইবনে আরবী, শা'রাণী, জিলানী, জোনায়েদ, শিবলী, রুমী, গাজালী (রহমতুল্লাহে আলাইহিম)। তাঁহারা উক্ত যোগসূত্র লাভে কিরূপ ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন উহার প্রমাণ তাঁহাদের গ্রন্থরাজী জ্ঞানসিন্ধুসমূহের মধ্যেই প্রস্ফুটিত; শুধু মুখের দাবী নহে। ঐ শ্রেণীর মনীষীবৃন্দই উক্ত যোগসূত্রে আহরিত জ্ঞান ও আলোর সাহায্যে "তাছাওফ বা ছুফিবাদ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য আধ্যাত্মিক তথ্যাবলীর খোঁজ দিয়াছিলেন। দার্শনিক মহাসাধক বিশিষ্ট মনীষী শাহ ওলীউল্লাহ (র:) ঐ শ্রেণীর বহু তথ্যাবলীর উদ্ঘাটনে "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ" নামক এক অসাধারণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; যাহা ইংরাজী সহ বহু ভাষায় অনুদিত হইয়া বিশ্বে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে।

মোসলমান মনীষীগণের আবিষ্কৃত ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী বিশেষতঃ শাহ ওলীউল্লাহ (র:)এর গ্রন্থ "হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ" ইংরাজী অনুবাদ হইল। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান আহরণ-প্রিয় শ্বেতাঙ্গ জাতির অনেক লোক আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া ছুফীবাদের গ্রন্থাবলী (Study) অধ্যয়ন করিল এবং উক্ত গ্রন্থাবলীর একটি নগণ্য অংশ আহরণ করিল। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আলমে-বরযখে ঐ অবস্থায়ই কাল অতিক্রম হইবে। অতঃপর মানবের পুনর্জীবিত হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত সময়টি উপস্থিত হইলে আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ইস্রাফীল (আঃ) ফেরেশতা দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। তখন প্রত্যেকটি মানব-দেহের সমুদয় কণারাশি মুহূর্তের মধ্যে একত্রিত হইবে এবং আল্লাহ তায়ালার কুদরতী বৃষ্টিপাতের দ্বারা প্রত্যেক দেহের সঙ্গে উহার রূহ্ ও জিছমে মিছালীর পূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ইহজগতের ন্যায় মানুষের মধ্যে যে তিনটি বস্তুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, সেই বস্তুত্রয় একত্রিতরূপে পুনর্জীবিত হইয়া পূর্ণ জীবন্ত অবস্থায় মানুষ হাশর-ময়দানের দিকে ধাবিত হইবে।

ছুফীবাদীর গ্রন্থাবলীর মূল বিষয় হইল—আত্মাকে মার্জিত ও উন্নত করার এবং আল্লাহ পানে উহাকে দ্রুতগামী করার উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন করা। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টিকর্তার সহিত যোগসূত্রলব্ধ জ্ঞানে আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক শ্রেণীর সূক্ষ্ম তথ্যাবলী উক্ত গ্রন্থাবলীতে আছে। ইংরেজরা প্রথম বিষয় তথা মূল বিষয়টি বাদ দিয়া শুধু দ্বিতীয় তথা নগণ্য বিষয়টিকে আহরণ করে। উহা হইতেই কিছু দিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশে "থিওসফী" নামক নূতন এক অধ্যাত্মবিদ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে। সেই পাশ্চাত্যবিদ্যাবাগীশদের আলোচনায়ও আমাদের উল্লেখিত "জিছমে-মিছালী" তথ্যটি স্থান লাভ করিয়াছে। নিম্নে "মোস্তফা চরিত", ২—১০০ হইতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইল।

থিওসফীর মতে মানুষের এই জড়দেহই (Physicani body) একমাত্র দেহ নয়, স্থুল দেহ ছাড়া তাহার জ্যোতির্দেহ (Astral body) রহিয়াছে।......এই অ-জড় দেহকে "Etheric double" (ইথারিক ডবল) বলা হয়। স্থুল দেহের সঙ্গে ইথারিক দেহ মিশিয়া থাকে। স্থুল দেহ জড় জগতের উপাদান দ্বারা গঠিত (—যেমন, মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস)। আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতি বা ইথার দ্বারা। সার্ট, কোট যেমন আমাদের দেহের পোশাক, দেহগুলি তেমনই আমাদের আত্মার পোশাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোশাক ছাড়িয়া পাতলা পোশাক পরি; আত্মাও তেমন জড়দেহ ছাড়িয়া শুধু ইথারিক দেহ ধারণ করিতে পারে।

মানুষের আত্মিক শক্তি প্রবল হইলে সে সহজেই দেহগুলিকে বশ করিয়া লইতে পারে। জড়দেহের অক্ষুন্নতা বজায় রাখিয়াও অপর দেহকে উহা হইতে ভিন্ন করিয়া উহা বহনে সে বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। এমনকি সে এই সূক্ষ্ম দেহকে অপরের দৃষ্টি গোচরও করিতে পারে। এই জন্যই একই মানুষ একই সময়ে একাধিক স্থানে দেখা যাইতে পারে। এই তথ্য থিওসফীর ভাষাতেই শুনুন—

If any person be observed who is much more developed, say one who is accustomed to function in the astral world and to use the astral body for that purpose, it will be seen that when the physical body goes to sleep and the astral body sleeps out of it, we have the man himself before us in full consciousness ; the astral body is clearly outlined and definitely organised, bearing likeness of the man and the man is able to use it as a vehicle a vehicle for more convenient than the physical.

(Man and His Bodies, by Annie Besant, P. 49)

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রথম ও তৃতীয় বিষয়রূপে যাহা বলা হইয়াছে উহা মৃত্যুর পরের সাধারণ অবস্থা। কদাচিৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা জগদ্বাসীকে সতর্ক বা উৎসাহিত করার জন্য কবর নামীয় গর্তের মধ্যে এই পদার্থীয় দেহের উপরও শাস্তি বা আজাবের কোন দৃশ্য প্রকাশিত করেন—উহা খর্কে-আদৎ বা অদৃশ্য কুদরতের নিদর্শন মাত্র।

কবরের আজাব এবং কোরআন-হাদীছে বর্ণিত উহার অবস্থাসমূহ দৃষ্টে যে সমস্ত প্রশ্নাবলীর উদয় হয়, উল্লিখিত বিষয়ত্রয়ের প্রতি লক্ষ রাখিলে সে ধরণের বহু প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে। যথা—যে সমস্ত মৃতদেহ সমাহিত না হয়; যেমন ময়না তদন্তের জন্য বা মেডিকেল ছাত্রদের প্রাকৃটিসের জন্য রক্ষিত মৃতদেহ এবং যে সমস্ত মৃতদেহের অস্থি-মাংস পর্য্যন্ত হঠাৎ বিলীন হইয়া হায়; যেমন বম, গোলা-বারুদ ইত্যাদিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হিংস্র জীব-জন্তুর ভক্ষিত ইত্যাদি অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে ছওয়াল-জওাব ইত্যাদি কিরূপে করা হয়?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর সহজ, যে—মৃত্যুর পর ছওয়াল-জওয়াব ইত্যাদির স্থান কবর বলিতে সমাধিস্থল গর্ত উদ্দেশ্য নহে, বরং কবরের অর্থ আলমে-বরযখ বা বরযখী-জগৎ। এবং বরযখী-জগতের সমুদয় বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্কে রূহ—আত্মা ও জিছমে-মিছালীর সঙ্গে। রূহ ও জিছমে-মিছালী যে কোন প্রকার মৃত্যুর দরুণ পদার্থীর দেহ হইতে ছিন্ন

অর্থাৎ—জ্যোতির্দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কার্য্যক্ষম যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থূল দেহ যখন ঘুমায় এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়। জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষেরই হুবহু প্রতিকৃতি হইয়া পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তাহার বাহন স্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থূল দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।

বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন স্থূল দেহেরও তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, স্থূল দেহের সহিত তাহাব যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জ্যোতির্দেহ লইয়া মানুষ যে কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখেও উদয় হইতে পারে।

A person who has complete mastery over the astral body can, of course, leave the physical at any time and go to a friend at a distence. If the person thus Visited be clairvoyant, i. e. has developed astral sight, he will see his friend's astral body: if not, such a visitor might slightly densify his vehicle by drawing into it from the surrounding atmosphere particles of matter and thus materialise sufficiently to make himself visitable to physical sight. [Ibid : P, 55]

অর্থাৎ--কোন ব্যক্তি যদি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে সে যে কোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী কোন বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির জ্যোতির্দৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা না হয়, তবে আগন্তুক তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জড়প্রকৃতি হইতে কিছু কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমন-ভাবে ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্ম চোখেই চিনিতে পারে।

হইয়া ইহজগৎ ত্যাগ করতঃ বরযখী-জগতে চলিয়া যায়। রূহ্ ও জিছমে-মিছালী ভক্ষিত বা ভস্ম হয় না এবং পদার্থীয় দেহ হইতে ছিন্ন হওয়ার পর কোন প্রকারেই ইহজগতে রক্ষিত বা আবদ্ধও হয় না, বরং অক্ষত ও অক্ষুণ্ন অবস্থায় বরযখী জগতে পৌছিয়া সমুদয় বিষয়াবলীর সম্মুখীন হয়।

কবর তথা বরযখী-জগতের অবস্থা ও বিষয়াবলীর সরাসরি সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে। তাই উহা ভস্ম, ভক্ষিত ইত্যাদি হওয়ায় কোন সমস্যারই সৃষ্টি হয় না। ঐসব অবস্থা ও বিষয়ের সম্পর্ক পদার্থীয় দেহের সঙ্গে যতটুকু থাকে ততটুকুর জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পদার্থীয় দেহ বিকৃত ও পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই উহা বিলুপ্ত ও অস্তিত্বহীন হয় না, পুনরুত্থান কালে উহার বিচ্ছিন্ন অংশসমূহের একত্রিকরণ হইবে মাত্র।*

এতদ্ভিন্ন মৃত ব্যক্তিকে কবরে ফেরেশতাগণ কর্তৃক উঠানো, বসানো এবং মৃত ব্যক্তির চীৎকার ইত্যাদি হাল-অবস্থার বর্ণনাসমূহও সাধারণ দৃষ্টিতে এক জটিল সমস্যা পরিগণিত। এই সমস্যার সমাধানও এই যে, ঐসব হাল-অবস্থার স্থান ইহজগতের সমাধিস্থল গর্ত নহে, বরং বরযখী-জগৎ এবং ঐ সকলের সম্পর্ক গোচরীভূত পদার্থীয় দেহের সঙ্গে নহে, বরং অদৃশ্য আত্মা ও জিছমে মিছালীর সঙ্গে এবং জিছমে-মিছালী মানব সমপরিমাণ ও সমাকৃতি বিশিষ্ট।

এই পরিচ্ছদে বোখারী (রঃ) কোরআনের ৩টি আয়াত এবং কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন যদ্দারা কবরের আজাব অথবা শান্তি প্রমাণিত হয়। আয়াত ৩টি এই—

(১) وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۔ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ.....

অর্থ:—বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইবে যখন পাপীগণ মৃত্যু যাতনার ভীষণ চাপে পতিত হইবে এবং সে অবস্থায় ফেরেশতাগণ তাহাদের চেহারা ও গর্দানের উপর প্রহার করতঃ তাহাদিগকে এই বলিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন যে তোমরা রেহাই পাইবে না;

---

* মানবীয় জড়দেহ যতই সূক্ষ্মতর অণু-কণা হইয়া যত দূর-দূরান্তের ব্যবধানেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হউক না কেন—এক এক দেহের সমুদয় অণু-কণাকে মুহূর্ত অপেক্ষা দ্রুত একত্রিত করা আল্লাহ তায়ালার কুদরতের সম্মুখে সহজ হইতেও সহজতর। আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার ন্যায় বুঝানের উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান পর্ব অনুষ্ঠানের বহু পূর্বেই ঐ কুদরতের নমুনা আল্লাহ তায়ালা অনুষ্ঠিত করিয়াছেন এবং স্বীয় রসুল মারফত উহার যুক্তিগত বিবরণ বিশ্ব মানবের জন্য প্রচারও করিয়া দিয়াছেন। এক্ষেত্রে সেই বাস্তব ঘটনাটি পুনঃ পুনঃ উপলব্ধি করা বিশেষ ফলদায়ক। পূর্ণ ঘটনার হাদীছটি সপ্তম খণ্ডে "আল্লার ভয় অন্তরে জাগরূক রাখা" পরিচ্ছেদে ২৪৪৯ নম্বরে অনুদিত আছে।

এখনই তোমাদের আত্মা বাহির করিয়া লওয়া হইবে এবং আজ হইতেই তোমাদিগকে অসহনীয় শাস্তি ও আজাব দান আরম্ভ করা হইবে; যেহেতু তোমরা আল্লার প্রতি মিথ্যারোপ করিতে এবং আল্লার আদেশাবলী হইতে ঘাড় মোড়াইয়া থাকিতে। (৭ পাঃ ১০ রুঃ)

এখানে স্পষ্টতঃই উল্লেখ রহিয়াছে যে পাপীদেরকে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি ও আজাব দেওয়া হইবে; অথচ আখেরাত তথা দোযখের আজাব হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পরে হইবে যাহার অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল পরে হইবে।

(২) سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ -

অর্থ :—মোনাফেকদিগকে অচিরেই দুইবার আজাব প্রদান করিব; তৎপর তাহাদিগকে এক মস্ত বড় ভীষণ আজাবে পতিত করা হইবে। (১১ পাঃ ১২ রুঃ)

ব্যাখ্যা :—প্রথম আজাব হইল, মোনাফেকদিগকে ইহজগতে আপমান-অপদস্থ করা। আল্লাহ তায়ালা কিছুদিন পর্য্যন্ত মোনাফেকদের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন, প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তাহাদের দৌরাত্ম্য সীমা অতিক্রম করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সমস্ত দুরভিসন্ধিমূলক অপকর্মসমূহকে অহীর মারফৎ প্রকাশ করতঃ তাহাদিগকে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত এবং অনেককে বাহ্যিক শাস্তির সম্মুখীন করিলেন; ইহা প্রথমবারের আজাব। দ্বিতীয়বারের আজাব হইল, মৃত্যুর সংলগ্ন কবর তথা আলমে-বরযখের মধ্যে শাস্তি; এই দুইবারের আজাবকে নিকটবর্তী আজাব বলা হইয়াছে। তৎপর দোযখের আজাব হইবে, উহাকেই ভীষণ আজাব বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ উহা সর্বাধিক ভীষণ ও অসীম হইবে।

(৩) وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ - اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا -

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ -

অর্থ :—ফেরাউন ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গরা (মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই) কঠিন আজাবে বেষ্টিত হইয়া গেল। প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহাদিগকে দোযখের নিকটবর্তী করা হইয়া থাকে, (যদ্দারা তাহারা কঠিন আজাব ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের উপর এই শাস্তি কেয়ামত পর্য্যন্ত হইতে থাকিবে) এবং যেদিন কেয়ামত তথা হাশরের হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হইবে সেদিন ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিবেন—ফেরাউন ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে ভীষণ আজাব (তথা দোযখের) মধ্যে নিক্ষেপ কর। (২৪ পাঃ, ৪ রুঃ)

লক্ষ্য করুন! উল্লিখিত প্রত্যেকটি আয়াতেই মৃত্যুর পর এবং হিসাব-নিকাশের দ্বারা দোযখে শাস্তিপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে একটি আজাব বা শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে; উহাই আলমে-বরযখ তথা কবরের আজাব।

৭০৮। হাদীছ:— عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال*

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا - وَإِنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ - وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ -

অর্থ:—আনাছ (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন,× যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং শব বাহকগণ দাফন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ফিরিবার পথে রওয়ানা হয় মাত্র, এমনকি তখনও তাহারা এতটুকু সন্নিকটে যে, তথা হইতে তাহাদের পাদুকার শব্দ কর্ণগোচর হয়; এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির নিকট দুইজন ফেরেশতা+ উপস্থিত হইয়া তাহাকে উঠাইয়া বসান এবং প্রশ্ন করেন—

---

* বোখারী (র:) হাদীছখানা সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াছেন, অনুবাদে বিস্তারিত বিবরণ মোসলেম শরীফ ও বিভিন্ন কিতাব হইতে বর্দ্ধিত করিয়া বন্ধনীর মধ্যে এবং ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে।

× একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদীনাস্থিত নাজ্জার গোত্রের একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করিলেন, (তথায় কতগুলি কবর ছিল।) তিনি সেখানে বিকট শব্দ শ্রবণে স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন এসব কবর কাহাদের? ছাহাবীগণ আরজ করিলেন ইসলাম-পূর্ব অন্ধকার যুগে কতিপয় কাফের লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল এসব তাহাদের কবর। তখন রসুলুল্লাহ (দ:) বলিলেন, তোমরা কবরের আজাব এবং দজ্জালের ফেৎনা হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, উহা (অর্থাৎ কবরের আজাব) কি? ইয়া রসুলাল্লাহ (দ:)। ছাহাবীগণের এই প্রশ্নের উত্তরেই রসুলুল্লাহ (দ:) এই বিস্তারিত বিবরণের হাদীছখানা বর্ণনা করিলেন। (আবু দাউদ শরীফ)

\+ ফেরেশতাদ্বয়ের বিকট কাল মূর্তি, চক্ষুদ্বয় নীল বর্ণ এবং তাঁহাদের বড় বড় দাঁত অতি ভয়ঙ্কর; তাঁহাদের সঙ্গে বিরাট ভারী গুর্জ্জ থাকিবে এবং তাঁহাদের গর্জন বজ্রপাতের ন্যায় অতি বিকট, তাঁহাদের একজনকে মোন্‌কার দ্বিতীয় জনকে নাকীর বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহা ব্যক্তিগত নাম নহে, শ্রেণীগত আখ্যা।

] (১) مَنْ رَّبُّكَ - مَا كُنْتَ تَعْبُدُ -

"তুমি কাহাকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ও বিধানকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলে, তথা কাহার বন্দেগী করিয়া থাকিতে?" মৃত ব্যক্তি যদি খাঁটী মোমেন হইয়া থাকেন তবে তিনি সঠিক উত্তর দিবেন যে, আমি একমাত্র আল্লাহকে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা রক্ষাকর্তা পালনকর্তা ও বিধানকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, তথা একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিয়াছি।

(২) مَا دِينُكَ তুমি কোন্ দ্বীন বা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলে? মোমেন ব্যক্তি বলিবে, আমি ইসলামকে দ্বীন ও ধর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম।]

(৩) مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ফেরেশতাদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করিবেন—তুমি তাঁহার প্রতি কি আকিদা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলে?" মোমেন ব্যক্তি উক্তি করিবে—اشهد انه عبد الله ورسوله "আমার অকাট্য বিশ্বাস এই ছিল যে, তিনি আল্লার বন্দা ও তাঁহার রসুল।" [তিনি আমাদের নিকট আল্লার সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী লইয়া আসিয়াছিলেন, আমাদিগকে সৎপথে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলাম, তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছিলাম।

(৪) وما يدريك "তুমি কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে যে, তিনি আল্লার রসুল? মোমেন ব্যক্তি উত্তর করিবে, আমি আল্লার কেতাব কোরআন শরীফ পড়িয়াছি, উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, উহার প্রতিটি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

তখন তাহাকে বলা হইবে, তুমি ঠিক ঠিকই বলিয়াছ; তুমি খাঁটি বিশ্বাসের উপরই ছিলে, উহার উপরই মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং উহাকে লইয়াই তুমি ইন্‌শা-আল্লাহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছ? সে বলিবে, দুনিয়াতে কাহারও জন্য আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব হয় নাই।]

অতঃপর দোযখের দিকে একটি ছিদ্র বা সুড়ঙ্গ পথে ইশারায় দেখাইয়া তাহাকে বলা হইবে, ঐ দেখ, দোযখের মধ্যে তোমার জন্য ঐ স্থানটি তৈয়ার করা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি নেক্‌কার হওয়ায় আল্লাহ পাক উহার পরিবর্তে বেহেশতের মধ্যে একটি স্থান তোমাকে দান করিয়াছেন * [সে দোযখের প্রতি তাকাইয়া দেখিবে, উহার অগ্নিশিখাগুলি কিলবিল

* হাদীছে বর্ণিত আছে—প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন এবং দোযখের মধ্যেও একটি স্থান তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। কেয়ামতের দিন মোসলমানদের দোযখস্থ স্থানগুলি কাফেরদিগকে দেওয়া হইবে এবং উহার বদলে কাফেরদের বেহেশতস্থিত স্থানগুলি মোসলমানদের অধিকারে দিয়া দেওয়া হইবে। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

করিতেছে। অতঃপর তাহাকে তাহার বেহেশতের স্থানটিও দেখান হইবে। তখন তাহার আনন্দের সীমা থাকিবে না, সে আনন্দে বলিয়া উঠিবে, আমাকে ছাড়িয়া দিন আমার পরিবারবর্গকে এসব বিষয়ের সুসংবাদ দিয়া আসি। তখন তাহাকে বলা হইবে, এ কথা বলিবেন না।

অতঃপর আসমান হইতে তাহার পক্ষে একটি ঘোষণা জারী করা হইবে যে, আমার বন্দা ঠিক ঠিকই উত্তর দান করিয়াছে, তাই তাহার জন্য বর্তমান বাসস্থানের মধ্যে বেহেশত হইতে বিছানা আনিয়া দাও এবং বেহেশতের দিকে দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে বেহেশতের পোষাক পরিধান করাইয়া দাও। তখন তাহার বাসস্থানে বেহেশতের সুবাস ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে] এবং তাহার বাসস্থানকে দৃষ্টির দুরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে [এবং পূর্ণিমা রাত্রের ন্যায় আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং সবুজ বাগ-বাগিচা দ্বারা পূর্ণিমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে বলা হইবে, আপনি নূতন দুলার ন্যায় আরামের নিদ্রা উপভোগ করিতে থাকুন—হাশর-ময়দানের অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত। সে উপরোক্ত আরাম আয়েশের মধ্যেই (আলমে-বরযখে) জীবন কাটাইতে থাকিবে।]

মোনাফেক-কাফেরকেও প্রশ্ন করা হইবে। [ফেরেশতাদ্বয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, (১) তোমার সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও বিধানদাতা কে ? —তুমি কাহার এবাদৎ-বন্দেগী করিয়াছ ? সে বলিবে, (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না। (২) তোমার দ্বীন ও ধর্ম কি ? সে বলিবে, (হায় হায়।) আমি কিছু জানি না।] (৩) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয় প্রশ্ন করা হইবে যে, তাঁহার প্রতি তোমার কি আকিদা ও উক্তি ছিল ? সে বলিবে (হায় হায়।) আমি কিছুই জানি না, তবে অন্যান্য লোকদিগকে তাঁহার বিষয়ে কোন উক্তি করিতে শুনিয়া আমিও সেই উক্তি করিতাম। তখন তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলা হইবে—কোরআন নিজে বুঝও নাই, পড়ও নাই, কিম্বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অনুসরণও কর নাই।

অতঃপর তাহাকে লোহার গুর্জ দ্বারা ভীষণ আঘাত করা হইবে (ঐ গুর্জ দ্বারা পাহাড়কে আঘাত করা হইলে, পাহাড় বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়া যাইত আঘাতের চোটে সে এত বড় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিবে যাহা তাহার আশে-পাশের সকলে (বরং দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই) শুনিতে পাওয়ার যোগ্য ; অবশ্য মানুষ ও জিন জাতি তাহা শ্রবণ করে না। [এবং তাহার উপর সর্বদার জন্য একটি জীবকে নিয়োজিত রাখা হইবে, উহার হাতে একটি জ্বলন্ত অঙ্গারের চাবুক থাকিবে, তদ্দ্বারা সে

উক্ত ঘটনার ইঙ্গিতেই কোরআন শরীফে কেয়ামতের দিনকে "ইয়াওমুত্‌তাগাবুন" তথা হার-জিতের দিন বলা হইয়াছে। মোসলমান ও কাফেরদের মধ্যে ঐ দিন যে ভাগাভাগি ও বিনিময় অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে মোসলমানদের জিত হইবে যে, দোযখের স্থানের পরিবর্তে বেহেশত লাভ করিবে এবং কাফেরদের হার হইবে যে, বেহেশতের স্থানের পরিবর্তে দোযখের স্থান পাইবে।

তাহাকে অবিরাম আঘাত করিতে থাকিবে। জীবটি বধির হইবে তাই তাহার চীৎকার শ্রবণে কোন প্রকার করুণা প্রদর্শনের সম্ভাবনাই থাকিবে না। এবং বেহেশতের দিকে একটি খিড়কী খুলিয়া তাহাকে দেখান হইবে এবং বলা হইবে, তুমি যদি খাঁটী মোমেন হইতে তবে তুমি এই বেহেশত স্বীয় বাসস্থানরূপে লাভ করিতে, কিন্তু তুমি কাফের হওয়ায় আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের পরিবর্তে তোমার স্থান ঐ দোযখে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া দোযখের দিকে জানালা খুলিয়া তাহাকে দোযখ দেখান হইবে। তখন তাহার হায়-আফছুছ—অনুতাপ আক্ষেপ ও নিজের প্রতি ধিক্কারের সীমা থাকিবে না। তাহার বাসস্থানকে অত্যধিক সংকীর্ণ করা হইবে, যাহার চাপে তাহার পাঁজর এক দিক হইতে অপর দিকে চলিয়া যাইবে। আসমান হইতে আদেশ জারী করা হইবে যে—তাহার জন্য দোযখের বিছানা আনিয়া দাও, তাহাকে দোযখের পোষাক পরাইয়া দাও এবং দোযখের প্রতি তাহার বাসস্থানের দরওয়াজা খুলিয়া দাও, যদ্বারা তাহার প্রতি দোযখের ভীষণ তাপ আসিতে থাকিবে।

৭০৯। হাদীছ :—বরা ইবনে আজেব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যখন মোমেন ব্যক্তিকে কবরে বসান হয় এবং তথায় ফেরেশতা উপস্থিত হয়, তখন সে (প্রশ্নের উত্তরে) সঠিকরূপে বলিতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহই আমার মা'বুদ এবং মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার রসুল। এই বিষয়টিই এই আয়াতের তাৎপর্য্য—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ—খাঁটী মোমেন ব্যক্তি যেহেতু স্বীয় জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যটিকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, আল্লাহই একমাত্র মাবুদ অন্য কেহই মাবুদ নয় এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লার রসুল; ইহার বদৌলতে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ঐ সত্যের উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করেন অর্থাৎ কলেমা-শাহাদতের উপর তাহার মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর-জীবনেও তাহাকে উহার উপর দৃঢ় থাকিবার তৌফিক দান করিয়া থাকেন অর্থাৎ কবরের মধ্যে প্রশ্নাবলীর উত্তরে সে ঐ কলেমা শাহাদতের উক্তিকে ঠিক ঠিকরূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়।

ব্যাখ্যা :—পরকালের জীবনে প্রত্যেকের উপর প্রকৃত, খাঁটী ও বাস্তব বিষয় আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। সেখানে কোন প্রকার কৃত্রিমতা বানাউটি জালিয়াতি চলিবে না বা কোন বাস্তব বিষয় লুকায়িত থাকিবে না। অতএব যে ব্যক্তি ইহকালীন জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে এই সত্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ অন্য কোন মাবুদ নাই, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসুল; সেই ব্যক্তি পরকালীন জীবনে পৌঁছিবার পথে এবং পর-জীবনে পৌঁছিয়া সর্বক্ষেত্রে ঐ সত্যই তাহার মুখে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে তাহার কোন বেগ পাইতে হইবে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঐ সত্যেকে ইহ-জীবনে নিজের উপর প্রতিফলিত করে নাই সে যতই পটু, যতই বিজ্ঞ ও চতুর হউক না কেন মৃত্যুর পর কখনও ঐ সত্য তাহার মুখে প্রকাশ পাইবে না।

৭১০। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বদরের যুদ্ধে নিহত কাফের সর্দারদের মৃত দেহগুলি নিকটবর্তী একটি গর্তে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ-ময়দান ত্যাগ করিয়া আসার পূর্বে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ গর্তের কিনারায় দাঁড়াইয়া মরা লাশগুলির প্রতি উঁকি দিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদের প্রভু-পরওয়ারদেগারের যে সতর্কবাণী ছিল (যে, সত্য ধর্ম ইসলামকে গ্রহণ না করিলে ইহ-জীবনে তোমাদের ধ্বংস হইতে হইবে এবং পর-জীবনে আজাব ও শাস্তির সীমা থাকিবে না) তাহা কি তোমরা বাস্তবে ঠিক ঠিক পাইয়াছ? আমরা ত আমাদের পরওয়ারদেগারের ওয়াদাকে (যে, তিনি সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন) বাস্তব ঠিক ঠিক পাইয়াছি। ঐ সময় ওমর (রাঃ) আরজ করিলেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি মৃত ব্যক্তিদের সম্বোধন করিতেছেন? যাহাদের কোন শ্রবণশক্তিই নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তদুত্তরে বলিলেন, তাহারা তোমাদের ন্যায়ই শ্রবণ করে, কিন্তু তাহাদের উত্তর দিবার শক্তি নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— এই হাদীছখানা উল্লেখ করার সঙ্গে ইমাম বোখারী (রঃ) উহার ব্যাখ্যা আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, উল্লিখিত ঘটনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমি তাহাদিগকে পূর্বে অর্থাৎ তাহাদের জীবিতাবস্থার যে সমস্ত সতর্কবাণী শুনাইয়া থাকিতাম ঐ সময় তাহারা সে সবের প্রতি কর্ণপাত করিত না, সে সবকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা মনে করিত, কিন্তু এখন তাহারা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, আমার সে সব সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) যে বলিয়াছেন ঐ মরা লাশগুলি শ্রবণ করিয়া থাকে, উহার অর্থ বস্তুতঃ শ্রবণ করা নয়, বরং উপলব্ধি করা।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তি ইহ-জগতের কথাবার্তা শুনিবার শক্তি রাখেনা বলিয়া কোরআন শরীফেই প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—انك لا تسمع الموتى "আপনি মৃতদিগকে কোন কথা শুনাইতে পারিবেন না।"*

---

* মৃত ব্যক্তি ইহজগতের কথাবার্তা শ্রবণ করিয়া থাকে কি না, সে বিষয়ে পূর্ব হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। ছাহাবীগণেরও মতভেদ ছিল। তাই এ বিষয়ে সঠিকরূপে কিছু বলা অসাধ্য; ইহা কোন আবশ্যকীয় বিষয়ও নহে। বোখারী (রঃ) ২৮৮ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ দিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করিয়া থাকে; প্রমাণে ৭০৮নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে শববাহকদের পাদুকা চালনার শব্দ শুনিবার উল্লেখ আছে;

৭১১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদী বৃদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং আজাবে-কবরের বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার জন্য দোয়া করিল যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন। এতদশ্রবণে আয়েশা (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত (দঃ) বলিলেন, আজাবে-কবর বাস্তব বিষয়, উহা অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐদিন হইতে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযান্তেই কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছি।

৭১২। হাদীছ ঃ—আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রকাশ্য সভায় ওয়াজ করিতেছিলেন। কবরের মধ্যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ও তিনি বর্ণনা করিলেন; উপস্থিত মোসলমানগণ (অভিভূত হইয়া) চীৎকার করিয়া উঠিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে লোক সকল! সতর্ক থাকিও, তোমরা নিশ্চয় দজ্জালের দ্বারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার ন্যায় কবরের মধ্যেও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।

৭১৩। হাদীছ ঃ—আবু আইউব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বিকাল বেলা ভ্রমণে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে এক প্রকার শব্দ শুনিয়া বলিলেন, এক ইহুদীকে কবরে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। (ইহা উহারই শব্দ)

কবরের আজাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা

৭১৪। হাদীছ ঃ—সায়ীদ ইবনে আ'ছ (রাঃ)-এর পৌত্রী বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাহিতে শুনিয়াছি।

৭১৫। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই দোয়া করিয়া থাকিতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ

অর্থ ঃ—হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আজাব হইতে এবং জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুকালে পথভ্রষ্টতা হইতে এবং অসৎ দজ্জালের দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়া হইতে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—কবরের আজাব হইতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় চাওয়ার সঙ্গে নিজকে সংযত রাখায়ও সচেষ্ট হইতে হইবে; বিশেষতঃ ঐসব গোনাহ হইতে সতর্ক থাকিবে যে সব গোনাহ কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—প্রস্রাব হইতে পবিত্রতায় পূর্ণ সতর্ক না থাকা বা চোগলখোরী করা। এই গোনাহদ্বয় বিশেষভাবে কবরে আজাবের কারণ বলিয়া হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে (১৪৯নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

মৃত ব্যক্তিকে সকাল-বিকাল তাহার স্থান দেখান হয়

৭১৬। হাদীছ :—ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পর তাহার বাসস্থান প্রতি সকাল-বিকাল দেখান হইয়া থাকে। যদি সে বেহেশতের উপযুক্ত হয়, তবে বেহেশতের বাসস্থান, আর যদি দোযখের যোগ্য হয় তবে দোযখের বাসস্থান। এবং তাহাকে বলা হইয়া থাকে—হিসাব-নিকাশের দিন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে ইহাই তোমার বাসস্থান হইবে।

মোসলমানের সন্তান নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যু হইলে?

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে, এই সন্তানগণ বেহেশতী হইবে। বোখারী (রঃ) ৮২ নং হাদীছ দ্বারা এই মতকেই প্রমাণিত করিয়াছেন। কারণ, যাহাদের অছিলায় মাতা-পিতাগণ উক্ত হাদীছের বর্ণনা মতে বেহেশত লাভ করিবেন, স্বয়ং তাহারা বেহেশত লাভ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি?

০ আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যাইবে তাহারা তাহার জন্য দোযখের প্রতিবন্ধক হইবে এবং সে বেহেশত লাভ করিবে।

৭১৭। হাদীছ :—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিশুপুত্র ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের মৃত্যু হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছিলেন, তাহার জন্য বেহেশতে একজন দাই নিযুক্ত করা হইবে।

কাফেরদের নাবালেগ সন্তানের মৃত্যু হইলে?*

৭১৮। হাদীছ :—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট মোশরেকদের ঔরষজাত নাবালেগ সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি ফরমাইয়াছিলেন—আল্লাহ তাহাদের সৃষ্টি করাকালীন অবগত ছিলেন, তাহারা (বাঁচিয়া থাকিলে) কি প্রকারের আমল করিত। (তাহাদের বিচার উহার ভিত্তিতে হইবে, অতএব আল্লাহই জানেন, তাহাদের পরিণাম কি হইবে।)

৭১৯। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মোশরেকদের নাবালেগ মৃত সন্তানদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ভালভাবেই জানেন, (বাঁচিয়া থাকিলে) তাহারা কি প্রকার আমল করিত। (অর্থাৎ সেই অনুপাতেই তাহাদের পরিণাম নির্দ্ধারিত হইবে।)

---

* আলোচ্য বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং বহু আলেমগণের মত এই যে, এ বিষয়ে কোনও দিক নির্দিষ্ট না করিয়া ইহার শেষ ফয়ছালা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন—এই বিশ্বাস অবলম্বন করতঃ সমস্ত আলোচনা হইতে বিরত থাকিবে।

১২০। হাদীছ :— عن ابى هريرة قال النبى صلى الله عليه وسلم كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرٰى فِيْهَا جَدْعَاءَ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—প্রত্যেকটি মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আল্লার তরফ হইতে এমন একটি শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া এই জগতে পদার্পণ করিয়া থাকে যে, যদি সে কোন আকর্ষণ বা বাধার বেষ্টনে পতিত না হয়, তবে ঐ শক্তিটি তাহাকে হক ও সত্যের দিকে ধাবিত করিবে। কিন্তু কাহারও ইহুদী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে ইহুদী বানায়, কাহারও নাছরানী মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে নাছরানী বানায় এবং কাহারও অগ্নিপূজক মাতা-পিতার পরিবেশ তাহাকে অগ্নিপূজকে পরিণত করিয়া থাকে। যেমন, পশুপালের বাচ্চা সাধারণতঃ অক্ষত কানযুক্তই প্রসবিত হইয়া থাকে; উহার কান কাটা বা ছিদ্র করা থাকে না, কিন্তু পরে উহার মোশরেক মালিক উহার কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া (উহাকে মনগড়া মাবুদ তথা দেব-দেবীর নামে ছাড়িয়া) থাকে।

ব্যাখ্যা :— সেকালে আরব দেশে উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির বাচ্চাকে কান কাটিয়া বা ছিদ্র করিয়া দেব-দেবীর নামে ছাড়িবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাই উহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছের মূল তাৎপর্য্য এই যে, মানবকে সত্য ও হকের প্রতি ধাবিত করার সমস্ত রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনাই আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন; ঘাড়ে ধরিয়া বলপূর্বক বাধ্যতামূলকভাবে হকের উপর পরিচালিত করেন নাই বটে। কারণ, তাহা হইলে সৃষ্টিজগতের মূল রহস্য "পরীক্ষা" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না; ইহা ছাড়া অন্য সব ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে। নবী-রসুল পাঠান হইয়াছে, কেতাব নাজিল করা হইয়াছে; তদুপরি সৃষ্টিগত-ভাবে মানবের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে যেরূপ এক একটি কাজের শক্তি দান করা হইয়াছে কোনও বাধার সৃষ্টি না হইলে আপনা-আপনিই প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার কাজ সম্পন্ন হইতে থাকিবে। যথা, চক্ষু দ্বারা দেখা যায়, কান দ্বারা শুনা যায় ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগত ভাবেই মানবকে এমন একটি শক্তি দান করতঃ পরীক্ষাকেন্দ্ররূপী জগতে পাঠাইয়াছেন যে, কোনও প্রভাব বা বাধার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ঐ শক্তিটি মানবকে সত্য ও হকের প্রতি লইয়া চলিবে। কিন্তু মানব দুনিয়াতে আসিবার পর নানাপ্রকার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, নানারূপ বেড়াজালের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হইয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে তাহার ঐ শক্তিটি নিস্তেজ হইতে থাকে এবং ক্রমে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ আকর্ষণ ও বাধার উল্লেখ করা হইয়াছে—মাতা-পিতা তথা

পরিবেশ, সোসাইটি (Society) ও সংসর্গ। এসব বেড়াজালকে ভেদ করার জন্যও আল্লাহ তায়ালা অন্য একটি শক্তি দান করিয়াছেন উহা হইতেছে আকলে-ছলীম বা সুস্থ বিবেক।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা একটি অতি মূল্যবান উপদেশ লাভ হয় যে, যাহারা স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে সৎ বানাইবার আকাঙ্খা রাখেন তাহাদের প্রথম কর্তব্য হইবে, সন্তানকে খারাপ সোসাইটি, অসৎ সংসর্গ ও অবাঞ্ছিত পরিবেশ হইতে বাঁচাইয়া রাখা, যেন আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিটি নষ্ট না হয়। দ্বিতীয় কর্তব্য হইবে, সন্তানকে ভাল পরিবেশে ভাল সোসাইটিতে, সৎ সংসর্গে প্রতিপালিত করা, যেন ঐ শক্তিটির আরও অধিক উন্নতি লাভ হইতে পারে।

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমরা ছেলে-মেয়েদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকি, কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা ত দুরের কথা বরং তাহাদের সহিত ডাকাত ও শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি। দ্বীন ও ইসলামের পক্ষে বিষ তুল্য পরিবেশে নিজেরাই তাহাদেরে দিয়া দেই।

৭২১। হাদীছ ঃ—সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন খাব দেখিয়াছে কি? কেহ কিছু দেখিয়া থাকিলে সে উহা বর্ণনা করিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার তা'বীর বা ব্যাখ্যা দিতেন।

একদা নবী (দঃ) সেই অনুসারে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি? সকলেই আরজ করিল, আজ আমরা কিছুই দেখি নাই। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি উহা বর্ণনা করিলেন যে, দুই ব্যক্তি আমাকে এক পাক-পবিত্র স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া দেখিলাম, একটি লোক বসিয়া আছে, অপর একজন লোক তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আছে; দাঁড়ান ব্যক্তির হস্তে একখানা বক্র মাথা বিশিষ্ট লোহার শিক (যেরূপ শিকের দ্বারা তন্দুর হইতে রুটি উঠান হয়)। সে তাহার ঐ লোহার বক্র অংশ ঐ বসা ব্যক্তির মুখের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া তাহার মুখের চিবুক ফাড়িয়া গর্দান পর্যন্ত লইয়া যায়। তদ্রূপ নাকের এক ছিদ্রে ঐ লোহার বক্র মাথা প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায় এবং চোখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া উহাকে ফাড়িয়া গর্দান পর্য্যন্ত লইয়া যায়। এইভাবে এক পার্শ্বের চিবুক, নাক ও চোখ ফাড়িবার পর অপর পার্শ্বও ঐরূপে ফাড়ে। এক পার্শ্ব ফাড়িয়া অপর পার্শ্ব ফাড়িতে ফাড়িতে প্রথম পার্শ্ব পূর্বের ন্যায় অক্ষত হইয়া যায়; এবং উহাকে পুনরায় ফাড়া হয়। পুনঃ পুনঃ উভয় পার্শ্বকে এইভাবে ফাড়িতেছে। (মানুষটিকে কিছু সময় বসাইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়, আবার কিছু সময় উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া ঐরূপ শাস্তি দেয়।) আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে একস্থানে আসিয়া দেখিলাম, একজন লোক চিত হইয়া শুইয়া আছে, অপর একজন লোক

বিরাট ভারী একটি পাথর হাতে লইয়া আছে এবং ঐ পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে। পাথরটি এত জোরে মারা হয় যে, উহার আঘাতে মাথা চূর্ণ হইয়া পাথরটি ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া পড়ে; ঐ পাথরটিকে লইয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাহার মাথা পূর্বের ন্যায় অক্ষত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, পুনরায় তাহাকে ঐরূপে আঘাত করা হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ তাহাকে আঘাত করা হইতেছে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। আমরা চলিতে চলিতে এক-স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, তন্দুরের ন্যায় একটি অগ্নিকুণ্ড; উহার মুখটি সঙ্কীর্ণ এবং অভ্যন্তর ভাগ অতিশয় প্রশস্ত। উহার ভিতরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে এবং উহাতে ভয়ঙ্কর চীৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাইতেছে; আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে কতকগুলি উলঙ্গ নর-নারী রহিয়াছে। যখন অগ্নি-শিখাগুলি লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠে তখন উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও উপরের দিকে চলিয়া আসে, মনে হয় যেন তাহারা উহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িবে, কিন্তু অগ্নিশিখা স্তিমিত হইলে আবার তাহারা উহার তলদেশে পড়িয়া যায়। আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কোন্ লোক? তাঁহারা বলিলেন, আগে চলুন। এবার আমরা একটি নদীর নিকট পৌঁছিলাম। ঐ নদীটিতে পানি ছিল না, বরং রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল; ঐ নদীর মধ্যস্থলে একটি লোক অবিরাম সাঁতার কাটিতেছে এবং অপর একটি লোক সেই নদীর কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে বহু পাথর-খণ্ড স্তূপীকৃত। এমতাবস্থায় মধ্যস্থলীয় লোকটি সাঁতার কাটিয়া কিনারার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, যখন সে কিনারার নিকটবর্তী হইয়া নদী হইতে উঠিয়া আসিবার প্রয়াসী হয় তখন ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি পাথর দ্বারা তাহার মুখের উপর ভীষণ জোরে আঘাত করে যাহার ফলে সে তাহার পূর্বের স্থান—নদীর মধ্যস্থলে চলিয়া যায়। যতবার ঐ ব্যক্তি সেই রক্তের নদী হইতে বাহির হইয়া আসার চেষ্টা করে ততবার ঐ দাঁড়ান ব্যক্তি তাহাকে ঐরূপে আঘাত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত করিয়া থাকে। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার? তাঁহারা বলিলেন, সম্মুখে চলুন। এবার আমরা একটি সুন্দর সবুজ বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, উহার মধ্যে একটি বিরাট বৃক্ষ। বৃক্ষটির গোড়ায় একজন সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধলোক অনেকগুলি ছেলে-মেয়েকে লইয়া বসিয়া আছে এবং ঐ বৃক্ষটির কিছু দূরেই অপর এক ব্যক্তি অতি ভয়ঙ্কর আকৃতির; সে তাহার সম্মুখস্থ বিরাট অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেছে। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া ঐ বৃক্ষটিতে আরোহণ করিলেন। ঊর্দ্ধপানে একটি শহরে উপস্থিত হইলাম—যাহার অট্টালিকাসমূহ এবং রাস্তা ঘাট ইত্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত; সেই শহরে এমন একদল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের শরীরের অর্দ্ধাংশ অতি সুন্দর ও সুশ্রী, কিন্তু বাকী অর্দ্ধাংশ অতি জঘন্য কুৎসিত ও বিশ্রী। আমার সঙ্গীদ্বয় তাহাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা ঐ সম্মুখস্থ প্রবাহমান

খালে অবতরণ করিয়া ডুব দাও। তাহারা তাহা করিল এবং আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল; তখন তাহাদিগকে দেখিলাম, তাহারা পূর্ণাঙ্গে অতিশয় সুন্দর সুশ্রী হইয়া গিয়াছে (৬৭৪ পৃঃ)।

অতঃপর আমরা বৃক্ষটির আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিলাম; তখন সঙ্গীদ্বয় আমাকে লইয়া এমন সুন্দর সুরম্য একটি কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলেন যে, তার চেয়ে অধিক সুন্দর কক্ষ আমি কখনও দেখি নাই; উহার ভিতরে অনেক বৃদ্ধ, যুবক, নর-নারী ও ছেলে-মেয়ে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা আমাকে ঐ কক্ষ হইতে বাহির করিয়া বৃক্ষটির আরও উপরে আরোহণ করিলেন এবং দ্বিতীয় একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এই কক্ষটি প্রথমটি হইতেও অধিক সুন্দর ও মনোরম, উহার মধ্যে কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক রহিয়াছে।

আমি আমার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলাম, সারারাত্র আপনারা আমাকে ভ্রমণ করাইলেন, এখন আমাকে ঐসব ঘটনা খুলিয়া বলুন যাহা আমি দেখিয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, হাঁ—সর্বপ্রথম সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। সে এমন এক একটি মিথ্যা গড়াইয়া বলিত যাহা তাহার মুখ হইতে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িত। আপনি যাহা দেখিয়াছেন উহা তাহারই শাস্তি। হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত তাহাকে ঐরূপ শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। আপনি পাথর দ্বারা যাহার মাথা চূর্ণ করিতে দেখিয়াছেন সে ঐ ব্যক্তি, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এল্‌ম দান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সর্বদা সমস্ত রাত্রি শুইয়া কাটাইয়াছে, উহা তেলাওয়াত করে নাই এবং দিনের বেলায়ও উহার আমল করে নাই, তাহাকেও এই আজাব কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত দেওয়া হইতে থাকিবে। আর যাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দেখিয়াছেন তাহারা জেনাকার—ব্যভিচারী নর-নারী। আর যাহাকে রক্তের নদীর মধ্যে দেখিয়াছেন, সে সুদখোর দলের একজন। স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত শহরে যে একদল লোক দেখিয়াছেন যাহাদের অর্দ্ধ শরীর সুশ্রী, তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমল বা কার্য্যকলাপ ভাল-মন্দ ও নেক-বদে মিশ্রিত। পরে আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও রহমতের স্রোতে তাহাদের সমুদয় গোনাহ ভাসিয়া গিয়া তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষের গোড়ায় যে সুদীর্ঘ কায়ার বৃদ্ধ লোকটি দেখিয়াছেন, তিনি ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালাম এবং তাঁহার আশে-পাশের ছেলে-মেয়েগুলি মানুষের ঐসব ছেলে-মেয়ে, যাহারা নাবালেগ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর বৃক্ষের নিকটবর্তী যিনি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন তিনি হইলেন "মালেক" নামক ফেরেশতা যিনি দোযখের (এন্তেজামকারীদের) সরদার।

আর বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া পর পর যে কক্ষদ্বয় দেখিয়াছেন—প্রথম কক্ষটি সর্বসাধারণ মোসলমানদের বেহেশত এবং দ্বিতীয় কক্ষটি শহীদদের বেহেশত। আর আমি জিব্রাঈল এবং আমার সঙ্গী মিকাঈল। এখন আপনি উপরের দিকে তাকাইয়া দেখুন। আমি উপর দিকে তাকাইলাম; আমার উপরের দিকে বহু উপরে একটি বালাখানা সাদা শুভ্র মেঘ পুঞ্জের ন্যায় দেখিতে পাইলাম। সঙ্গীদ্বয় বলিলেন, উহা আপনার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত বেহেশতের বাসস্থান। তখন আমি বলিলাম, আপনারা আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আমার

বাসস্থানে প্রবেশ করি। তাঁহারা বলিলেন, এখনও আপনার পার্থিব জীবন অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, উহা পূর্ণ হইলেই আপনি নিজ বাসস্থানে চলিয়া আসিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—নবীগণের স্বপ্ন অহী, উহা অকাট্য সত্য ও বাস্তব বিষয়। অতএব এই হাদীছ দ্বারা কবর তথা আলমে-বরযখের আজাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। কারণ, আলোচ্য ঘটনায় বর্ণিত সমস্ত আজাবই হিসাব-নিকাশের দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

সোমবার দিন মৃত্যু হওয়া

৭২২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার পিতা আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর (অন্তিমশয্যাবস্থায় তাঁহার) নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তোমরা কয়টি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, তিনটি সাদা সূতি বস্ত্রে কাফন দিয়াছিলাম, যাহার মধ্যে (সাধারণ রকমের) জামা ও পাগড়ী ছিল না। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লার কোন্ দিন ওফাত পাইয়াছিলেন? আয়েশা (রাঃ) উত্তর করিলেন, সোমবার দিন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আজ সোমবার। তখন তিনি বলিলেন, সম্মুখের রাত্র পর্য্যন্ত আমিও আশা করি—(ইহলোক ত্যাগ করিব।) এই বলিয়া তিনি পরিধেয় কাপড়টির প্রতি তাকাইলেন, উহাতে জাফরানের দাগ ছিল। তিনি বলিলেন, এই কাপড়টি ধৌত কর এবং ইহার সঙ্গে আরও দুইটি কাপড় মিলাইয়া আমার কাফন দিয়া দিও। আয়েশা (রাঃ) বলিলেন এই বস্ত্রটি পুরাতন। তিনি বলিলেন, নূতন কাপড় জীবিতদেরই উপযোগী, কাফনের কাপড় নষ্ট হইয়া যাইবে।

কিন্তু আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐদিন প্রাণ ত্যাগ করিলেন না; মঙ্গলবার বিকালে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ভোর হইবার পূর্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

৭২৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার মাতা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, কোন কথা বলিবার সুযোগ পান নাই। আমার ধারণা হয়, তিনি অন্তিমকালে কথা বলিতে পারিলে কিছু ছদকা করার অছিয়ত করিতেন। এখন আমি তাঁহার পক্ষে ছদকা করিলে তিনি কি উহার ছওয়াব পাইবেন? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ।

——)o(——

কবরের বিবরণ

৭২৪। হাদীছ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষায় এই বলিতে থাকিতেন, অদ্য আমি কোন্ স্ত্রীর গৃহে আছি? আগামী কল্য কোন্ স্ত্রীর গৃহে থাকিব? এইরূপ বলিয়া তিনি আয়েশা (রাঃ) গৃহে থাকিবার দিনের অপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। হযরতের বিবিগণ তাঁহার মনোভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সন্তুষ্টচিত্তে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি রোগ-শয্যায় সর্বদা আয়েশার গৃহেই থাকুন। আমরা এখানে আসিয়া আপনার খেদমত করিব। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, বিবিগণের জন্য রসূলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক পালাক্রমে নির্দ্ধারিত দিনসমূহের মধ্যে আমার জন্য নিরূপিত দিনে, আমার কক্ষে এবং আমার বক্ষ ও গলগণ্ডের উপর হেলান দেওয়া অবস্থায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার কক্ষে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা :—রসূলুল্লাহ (দঃ) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। হাদীছে প্রমাণিত আছে, পয়গাম্বরকে ঐ স্থানেই সমাহিত করা অবশ্য কর্তব্য যে স্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (শামায়েল-তিরমিজী)। সুতরাং ছাহাবীগণ রসূলে করিম (দঃ)কে সেই তৈরী কক্ষেই সমাহিত করিয়াছিলেন এবং উহা সাধারণতঃ আবদ্ধ অবস্থায়ই থাকিত। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬১৬ নম্বর হাদীছে আছে—ইহুদ নাছারারা পয়গাম্বগণের কবরকে সেজদা করায় তাহাদের প্রতি রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লা'নৎ ও অভিশাপ করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ বর্ণনা পূর্বক আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবরকেও সেজদার স্থান করিয়া নেওয়া হইতে পারে, এই আশঙ্কায় উহাকে পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন কেহ ঐ স্থানে নামায পড়িতে বা সেজদা করিতে না পারে; নতুবা উহা উন্মুক্তই রাখা হইত।

হিজরী ৮৬ হইতে ৯৬ সাল—মোতাবেক ইংরাজী ৭০৫ হইতে ৭১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক মোসলমানদের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার আমলে মসজিদে-নববীর সম্প্রাসারণের প্রয়োজন দেখা দিল। যেহেতু পূর্ব হইতেই উক্ত মসজিদ হযরতের বিবিগণের আবাস গৃহ-সংলগ্ন ছিল, তাই মসজিদ সম্প্রসারণ কল্পে অধিপতি ওলীদ ঐ সকল

গৃহ বিবিগণের ওয়ারিসান হইতে ক্রয় করেন এবং তৎকালীন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজের তত্ত্বাবধানে ঐ সকল গৃহ ভাঙ্গিয়া মসজিদকে প্রশস্ত করেন। সেই সময় হযরতের রওজাস্থল—বিবি আয়েশার কক্ষের পুরাতন দেওয়াল সমূহও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং নূতনভাবে দেওয়াল নির্মাণ করিয়া হযরতের রওজা শরীফকে ঘেরাও করিয়া দেওয়া হয়। কালক্রমে ১২৭১ হিজরীতে তুরস্কের তদানীন্তন সুলতান আবদুল মজিদ খান মরহুম মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মাণ করেন এবং প্রয়োজনে উহাকে অধিক প্রশস্ত করা হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রওজা শরীফ মসজিদের ভিতরে, কিন্তু এক কোণে আসিয়া পড়ে।

আল্লার লাখ লাখ শোকর যে, মোসলমানগণ কখনও ইহুদ-নাছারাদের ন্যায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফকে সেজদাস্থল বা তদ্রূপ কোনও অনৈসলামিক কার্য্যস্থলরূপে ব্যবহার করে নাই। এমনকি কোন সময়েই যেন উহার সুযোগ না হয় তদুদ্দেশ্যে রওজা শরীফকে অবরুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার উল্লেখ আয়েশা (রাঃ) করিয়াছেন।

বর্তমান রওজা শরীফের চতুর্দিকে যে দেওয়াল রহিয়াছে, উহার ভিতরের সঠিক অবস্থা দেখা যায় না, কিন্তু ঐ দেওয়াল হইতে প্রায় ১৫/২০ হাত ব্যবধানে চতুর্দিকে লৌহ-জালীর দ্বারা উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত ঘেরাও করতঃ পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ মসজিদের যে অংশে দাঁড়াইলে রওজা শরীফ মুছল্লিগণের সম্মুখে হয়, সেইদিকে ঐ লৌহ বেষ্টনী কবর শরীফের দেওয়াল হইতে প্রায় ২৫/৩০ হাত দূরে অবস্থিত। তদুপরি সেই লৌহ বেষ্টনীর পর একট স্থান রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের স্থান বলিয়া প্রকাশ; সেই ২৫/৩০ হাত পরিমিত স্থানকেও রেলিং দ্বারা ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছে। অনাবশ্যকে তথায় দাঁড়াইয়াও নামায পড়িতে দেওয়া হয় না।

মক্কা-মদীনা তথা হেজাযের অধিপতি সউদী গভর্ণমেন্টকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে-খায়ের দান করুন: এই গভর্ণমেন্ট হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রওজা শরীফ সম্পর্কিত সম্ভাব্য সকল প্রকার শেরেক বেদ্‌আ'তকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্বে বহু পুলিশ সর্বদা মোতায়েন থাকেন; ঐ পুলিশগণ প্রত্যেকেই শরীয়তের মছআলা-মাছায়েল সম্পর্কে সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ দীনদার। তাঁহারা দিবারাত্র সর্বদাই এই বিষয়ে সতর্কতা বজায় রাখিয়া থাকেন। আমি যখন রওজা শরীফের সংলগ্ন "রওজাতুম-মিন্ রিয়াজিল্ জান্নাহ" নামক স্থানে বসিয়া এই বিষয়টি লিখিতে-ছিলাম তখনকার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা—এক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার পার্শ্বে বসিয়া রওজা শরীফের দিকে মুখ করিয়া মোনাজাত করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ একজন পুলিশ তাহাকে ঐকার্য্যে বাধা দিলেন এবং স্বহস্তে ধরিয়া তাহাকে ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া বসাইলেন, আর বলিলেন—"এই দিকে কেবলা এই দিকে মোনাজাত কর।"

আর একদিন আমি নিজে রওজা শরীফের সংলগ্ন ঐ বিশেষ স্থানে বসিয়া বোখারী শরীফের অনুবাদ কার্য্য করিতেছিলাম, তখন আমি পূর্ণরূপে কেবলামুখী হইয়া না বসিয়া কিঞ্চিৎ রওজা শরীফমুখী হইয়া বসিয়াছিলাম, একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে পিছন হইতে ধরিয়া ঘুরাইয়া কেবলামুখী করিয়া দিলেন।

বর্তমান গভর্ণমেন্ট ও উহার কার্য্য-পরিচালকগণ সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করিয়া থাকে যে, তাঁহারা রওজা শরীফের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তা'জীম করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় ঐ সকল অভিযোগ ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমার নিজস্ব একটি ঘটনা এ স্থলে বয়ান করিলেই ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একদিন আমি রওজা শরীফের সংলগ্ন স্থানে বসিয়া অনুবাদ করিতেছিলাম। রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্ব প্রায় অর্দ্ধ হাত পরিমিত উঁচু পাকা ভিটির ন্যায়। আমি ঐ উঁচু ভিটির উপর নেহাত মামুলীভাবে আল্‌গোছে বাম হাতের কনুই রাখিয়া একটু হেলান দেওয়ার ন্যায় বসিয়া লিখিতেছিলাম। একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে বলিলেন "ভিটা হইতে আলগ হইয়া বসুন; ইহা কি হেলান দেওয়ার বস্তু"? আমি তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দানে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ একটি রিয়াল বখ্‌শিশ দিলাম।

বর্তমান অধিপতি সুলতান সাউদকে আল্লাহ তায়ালা দীর্ঘজীবি করুন, তিনি মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মাণ ও সম্প্রসারণের যে অগাধ ধনরাশি ব্যয় করিয়াছেন এবং মসজিদে-নববীকে যেভাবে অদ্বিতীয় শান-শওকতপূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রাণে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আজ্‌মত ইজ্জত ও অগাধ মহব্বতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত অভিযোগাদি নেহাৎ অমূলক।

৭২৫। হাদীছ:—সুফিয়ান তাম্মার নামক দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ আলেম বলিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবর শরীফকে (কোন সুযোগে) দেখিয়াছি; উহা উটের পিঠের আকারে একটু (মাত্র চারি আঙ্গুল) উঁচু।

৭২৬। হাদীছ:—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের আধিপত্যকালে যখন (মসজিদে-নববীর পুনঃ নির্মানের সময়) রওজা শরীফের চতুষ্পার্শ্বের দেওয়ালেরও পুনঃ নির্মাণ কার্য্য হইতেছিল, তখন (দেওয়ালের গর্ত খুঁড়িবার সময় জমিন ধ্বসিয়া) শব দেহের একটি পা খুলিয়া গেল; ইহাতে সকলেই আতঙ্কিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িল। (এমনকি তদানীন্তন মদীনার গভর্ণর ওমর ইবনে আবদুল আজীজ স্বয়ং কার্য্যস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।) সকলেই ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নাকি? এ বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত হইবার জন্য তাঁহারা কাহাকেও পাইলেন

না। অতঃপর ওরওয়া (রঃ) আসিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিলেন, কখনও নয়; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা কস্মিনকালেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পা মোবারক নহে, বরং ইহা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পা।

ব্যাখ্যা ঃ—শরীয়তের খাছ হুকুম অনুসারে নবী (দঃ)কে আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে সমাহিত করায় ঐ কক্ষ কবরস্থানে পরিণত হইলে পর হযরতের উত্তর পার্শ্বে খালি জায়গায় হযরতের কোমর মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া আবু বকর (রাঃ)কে দাফন করা হয়। আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উত্তর পার্শ্বে হযরতের পা মোবারক বরাবর মাথা রাখিয়া ওমর (রাঃ)কে দাফন করা হইয়াছে। সেখানে কেবলা দক্ষিণ দিকে, তাই তাঁহাদের সকলেরই পা পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং পূর্বদিকের দেওয়ালস্থলেই উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যেহেতু সে দিকে খলীফা ওমরের পা-ই সর্বাধিক অগ্রগামী ছিল; তাই ওরওয়া (রঃ)-এর বয়ান নিশ্চিতরূপেই সঠিক ছিল।

আয়েশা (রাঃ) স্বীয় ভাগিনা আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে অছিয়ত করিয়া গিয়াছিলেন যে, আমাকে আমার সঙ্গীনী হযরতের অন্যান্য বিবিগণের নিকটবর্তী মদীনার সাধারণ কবরস্থান জান্নাতুল-বাকীর মধ্যেই দাফন করিও; রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী দাফন করিও না। কারণ, ইহা আমি ভাল মনে করি না যে, এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আমি অন্যান্য বিবিগণের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্না বলিয়া পরিগণিত হই।

● খলীফা ওমর (রাঃ) অন্তিম শয্যায় স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি উম্মুল-মোমেনীন আয়েশার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ কর যে, খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার খেদমতে সালাম পাঠাইয়াছে; খবরদার—আমার নামের সঙ্গে তখন "আমীরুল-মোমেনীন" বলিও না। অতঃপর তাঁহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে যে, আমি আমার মুরব্বিদ্বয়—রসুলুল্লাহ (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ)-এর সঙ্গে দাফন হইতে আরজু রাখি। এই খবর পৌঁছিলে আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, এই সৌভাগ্যটি আমি নিজের জন্য আশা করিয়াছিলাম।✝ এখন আমার নিজের আশার উপর ওমরের আরজুকেই প্রাধান্য দিব। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলে ওমর (রাঃ) অতিশয় ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন—হে আমীরুল-মোমেনীন, আপনার জন্য তিনি অনুমতি দিয়াছেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই বিষয়টিই আমার বিশেষ চিন্তার কারণ ছিল।

অতঃপর বলিলেন, আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর আমাকে কাফন পরাইয়া কাঁধে করিয়া আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট লইয়া যাইবে এবং পুনঃ আরজ

✝ ইহা তাঁহার পূর্বেকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা ছিল। পরবর্তীকালে তিনি নিজেও ইহার বিপরীত অছিয়ত করিয়াছেন; যেরূপ একটু পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

করিবে—খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, (আপনার কক্ষে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটবর্তী দাফন হইবার জন্য।) যদি তিনি অনুমতি দান করেন তবে আমাকে ঐ স্থানে দাফন করিও, নতুবা আমাকে সর্বসাধারণ মোসলমানদের কবরস্থানেই দাফন করিও। (সময় উপস্থিত হইলে ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকাঙ্খা পূর্ণ হইল।)

মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাব উক্তি করা চাই না

১২৭। হাদীছ :— عن عائشة قال النبى صلى الله عليه وسلم

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

অর্থ :—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন—মৃত ব্যক্তিদেরে গালি-গালাজ করিও না। তাহারা স্বীয় আমলের প্রতিফল ভোগের স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে। (যাহা হইবার সেখানে হইবেই; তাহারা দুনিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এখন আর তাহাদেরে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি খারাপ উক্তি ও তাহার কুৎসা না করা সম্পর্কে হাদীছ ও পরিচ্ছেদ বর্ণনার পর ইমাম বোখারী (রঃ) আর একটি পরিচ্ছেদে প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহারা দ্বীন-ইসলামের শত্রু, যাহারা দ্বীন-ইসলামকে ঘায়েল করিয়াছে এবং উহার ক্ষতি করিয়াছে, যাহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তথা তাঁহার (Mission) মিশনের প্রতি শত্রুতা করিয়াছে—এই শ্রেণীর লোকদিগকে মানব চোখে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং তাহাদের হইতে লোক সমাজকে সতর্ক করা ও দূরে রাখার জন্য তাহাদের কুৎসা করা এবং তাহাদের মৃত্যুর পরও তাহাদের কুৎসা জারী রাখা বিশেষ কর্তব্য। এই সম্পর্কে বোখারী (রঃ) একটি হাদীছও উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটির বিস্তারিত অনুবাদ পঞ্চম খণ্ডে হযরতের জীবনী অধ্যায়ে "নবুওতের তৃতীয় বৎসর" বিবরণে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা আসিবে। হাদীছটির মর্ম এই যে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার মিশনের কার্য্য ব্যাপকভাবে এবং প্রকাশ্যে আরম্ভ করার পটভূমিকায় আল্লাহ তায়ালার আদেশ মতে একদা কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ সুপরিচিত ছাফা পর্বতের উপর দাঁড়াইয়া নিজের গোত্রীয়দেরকে ডাকিলেন। ঐ সময় গোত্রীয় প্রধান এবং নিকটতম আত্মীয়দিগকেও বিশেষভাবে ডাকিলেন। সকলে সমবেত হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে তাঁহার মিশনের সম্ভাব্য শত্রুতার ভয়াবহ পরিণতি হইতে সতর্ক করতঃ এক আল্লার বন্দেগীর প্রতি আহ্বান জানাইলেন। হযরতেরই চাচা আবু লাহাব সেই আহ্বানে ক্ষুব্ধ হইয়া এই বাক্যে হযরতের প্রতি বিষোদগার করিল—تبالك سائر اليوم الهذا دعوتنا "সারাদিন তোমার ধ্বংস সাধিত হউক; এই কথার জন্য তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছিলে?"

আবু লাহাব সেই মুহূর্ত হইতে হযরতের মিশনের শত্রুতায় লাগিয়া গেল; তাহার স্ত্রীও এই কাজে তাহার কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, বরং অগ্রগামিণী হইয়া চলিল। আল্লাহ তায়ালা আবু লাহাবেরই উচ্চারিত শব্দের মাধ্যমে তাহাদের উভয়ের ইহ-পরকাল ধ্বংস ও উৎসন্নের সংবাদ প্রচার করতঃ তাহাদের কুৎসায় "তাব্বাত ইয়াদা" ছুরা পবিত্র কোরআনের অংশরূপে অবতীর্ণ করিলেন।

আবু লাহাব ও তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কুৎসা ও অভিশাপের এই ছুরা কেয়ামত পর্য্যন্ত বিশ্বব্যাপী আবৃত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসুলের ও তাঁহার মিশনের সমস্ত দুশমনকেই এইরূপে ধ্বংস ও উৎসন্ন করুন—আমীন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَلَاذِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى ۝

২৭ মোহাররাম, ১৩৭৭ হিজরী,
২৩ আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ,
শুক্রবার,
পবিত্র মদীনা মোনাওয়ারাহ্—
হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের
রওজা শরীফের সংলগ্ন—বেহেশতের বাগান।

সমাপ্ত